

ইমিগ্রেশন আইনে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রভাব

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতির আলোচনায় সাধারণত আইস এর অভিযান, গ্রেপ্তার ও ডিপোর্টেশন বেশি আলোচনায় আসে। তবে নতুন এক বিশ্লেষণে বলা ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা চাইল বাংলাদেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক জোরদারে ওয়াশিংটন ডিসিতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীশামা ওবায়েদ ইসলাম এমপি একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন। ১৮ মে ডিসিতে সংক্ষিপ্ত সফরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় দুই দেশের বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, ইন্দো-প্যাসিফিক নীতি, রোহিঙ্গা সংকট ও জনগণ-জনগণ সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি এস. পল কাপুর ও ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 30 ‖ Issue 34 / May 18, 2026, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ‖ সংখ্যা ৩৪ ‖ সোমবার, মে ১৮, ২০২৬, জ্যৈষ্ঠ ০৪, ১৪৩৩ ‖ জিলকদ ২৯, ১৪৪৭

এক মাসেই ফুডস্ট্যাম্প হারিয়েছেন ৬ লক্ষাধিক মানুষ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি স্ন্যাপ বা ফুডস্ট্যাম্প সুবিধা হারিয়েছেন প্রায় ৬ লক্ষাধিক মানুষ। নতুন প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন মানুষ স্ন্যাপ কর্মসূচি থেকে বাদ পড়েছেন।

ইউএসডি এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে স্ন্যাপ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি ২৮ লাখ। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৭৮ লাখে। অর্থাৎ মাত্র ১৩ মাসে প্রায় ১১ শতাংশ বা ৫০ লাখ মানুষ এই কর্মসূচির বাইরে চলে গেছেন।

অন্যদিকে চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রায় ৬ লাখ ৬৮ হাজার মানুষ স্ন্যাপ সুবিধা হারিয়েছেন।

এদিকে নিউইয়র্কে ফুড স্ট্যাম্প বা স্ন্যাপ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ হ্রাস পেয়েছে বলে সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারির তুলনায় ফেব্রুয়ারিতে এই কর্মসূচিতে যুক্ত থাকা মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় ২২,৭০০ জনের মতো।

জানুয়ারি ২০২৬ এ নিউইয়র্কে স্ন্যাপ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ২৮ লাখ ১৩ হাজার ০৬৮ জন, যা ফেব্রুয়ারিতে নেমে আসে ২৭ লাখ ৯০ হাজার ৩২২ জনে।

বিশ্লেষকদের মতে, সুবিধাভোগী কমার পেছনে অন্যতম কারণ হলো নতুন যোগ্যতার শর্ত। গত বছর কার্যকর হওয়া নতুন আইনের আওতায় কাজের বাধ্যবাধকতা আরও বাড়ানো হয়েছে।



নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ৬৪ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ককে চাকরি অথবা চাকরি প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত থাকার শর্ত পূরণ করতে হবে। এছাড়া আগে যেসব গোষ্ঠী ছাড় পেতেন, যেমন কিছু ভেটেরান, গৃহহীন ব্যক্তি এবং সাবেক ফস্টার কেয়ার তরুণরা তাদের মধ্যেও অনেকে নতুন নিয়মের আওতায় পড়েছেন।

শুধু আয় সীমা অতিক্রম করলেই সুবিধা বন্ধ হচ্ছে এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত কাগজপত্র সময়মতো জমা না দেওয়া, পুনরায় যোগ্যতা যাচাইয়ের সময়সীমা মিস করা কিংবা নতুন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণেও মানুষ সুবিধা হারাচ্ছেন।

প্রশাসনের দাবি, এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সরকারি সহায়তার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমানো এবং প্রতারণা ও অপচয় বন্ধ করা।

ইউএসডিএ সেক্রেটারী ব্রুক রোলিন্স বলেন, নতুন আইন স্ন্যাপ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের অপচয় ও ভুল কমাতে সাহায্য করবে। তার ভাষায়, এটি রাজ্যগুলোর জবাবদিহিতা বাড়াবে এবং কর্মসংস্থানভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

তথ্যে দেখা গেছে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এই পরিবর্তনের প্রভাব ভিন্নভাবে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি হ্রাসের মধ্যে রয়েছে অ্যারিজোনা, যেখানে মাত্র এক মাসে প্রায় ১২ শতাংশ সুবিধাভোগী কমেছে। জর্জিয়ায় সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় পতন হয়েছে, সেখানে এক মাসে ১ লাখ ৩৭ হাজারের বেশি মানুষ স্ন্যাপ তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন।

এছাড়া টেক্সাস, ফ্লোরিডা, পেনসিলভানিয়া এবং ক্যালিফোর্নিয়াতেও কয়েক হাজার থেকে কয়েক দশ হাজার মানুষ সুবিধা হারিয়েছেন।

অন্যদিকে, অল্প কয়েকটি রাজ্যে সামান্য বৃদ্ধি দেখা গেছে। আলাস্কা, আইডাহো এবং ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে।

ফেডারেল হাউজিং ভাউচার সংকটে

গৃহহীন হতে পারেন ১২ হাজার নিউইয়র্কবাসী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ ফেডারেল হাউজিং ভাউচার কর্মসূচির অর্থায়ন কমে যাওয়ায় নিউইয়র্ক সিটিতে হাজারো পরিবার নতুন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। আবাসন অধিকারকর্মীরা সতর্ক করেছেন, দ্রুত সমাধান না হলে ১২ হাজারেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।



নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ৫,২০০ পরিবার বর্তমানে জরুরি আবাসন ভাউচার সুবিধার আওতায় রয়েছে। তবে এই ভাউচারগুলোর ফেডারেল অর্থায়ন বন্ধ হওয়ায় এসব পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পরিবার সদস্যদের হিসাব ধরলে, এই সংখ্যা ১২ হাজারেরও বেশি মানুষকে প্রভাবিত করছে, যার মধ্যে অনেক শিশুও রয়েছে।

আবাসন বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা নিউইয়র্ক হাউজিং কনফারেন্স জানিয়েছে, সমস্যাটি শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকার নয়; নিউইয়র্ক সিটির সব এলাকায় এর প্রভাব রয়েছে। তবে ব্রঙ্কস এবং ব্রুকলিনে সবচেয়ে বেশি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সংস্থাটির কর্মকর্তা ব্রেন্ডান চেনি বলেন, এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি, কারণ ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকেই সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

এদিকে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানী জানিয়েছেন, বিষয়টি তার প্রশাসনের নজরে রয়েছে। তিনি বলেন, ফেডারেল পর্যায়ে কর্মসূচিগুলো চাপে থাকলেও সিটি প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তা দিতে সম্ভাব্য সব পথ খতিয়ে দেখছে।

জানা গেছে, জরুরি হাউজিং ভাউচার কর্মসূচিটি ২০২১ সালে কংগ্রেস চালু করেছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের চার বছর আগেই এর অর্থায়ন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আইস এর বিরুদ্ধে ১০ সহস্রাধিক রায় আদালতের!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন দমন নীতিকে ঘিরে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এর কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ১০ হাজারের বেশি মামলার রায় দিয়েছেন একাধিক আদালতের ৪ শতাধিক বিচারক। অন্যদিকে ১ হাজার ২০০ মামলায় রায় পেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

সংবাদমাধ্যম পলিটিকো'র এক বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন তথ্য। পলিটিকো'র এক বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে বলা হয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন আটক নীতির বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশি আদালতের রায় গেছে। বিচারকদের মতে, অনেক ক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই মানুষকে আটক করা হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক অধিকার ও বিচারিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির অংশ হিসেবে গত কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ব্যাপক আটক অভিযান পরিচালনা করেছে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)। এসব অভিযানে হাজার হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছে, যাদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন।

পলিটিকোর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে প্রায় ১০ হাজার ৪০০টিতে প্রশাসন হেরেছে এবং মাত্র প্রায় ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রায় তিন হাজার গ্রিন কার্ডধারীকে যাছাই: বাতিলের হচ্ছে ৫০ জনের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি (গ্রিন কার্ড) থাকা অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নতুন করে ব্যাপক যাচাই অভিযান শুরু করেছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস)। এই উদ্যোগে একটি বিশেষ ইউনিট তৈরি করা হয়েছে, যা হাজার হাজার স্থায়ী বাসিন্দার নথি পুনরায় পর্যালোচনা করছে। এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে অভিবাসী মহলে নতুন ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



অভিবাসন অভিযানে লক্ষাধিক শিশু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন

–বলছে গবেষণা রিপোর্ট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন অভিযানে প্রায় লক্ষাধিক শিশু তাদের পিতা-মাতা ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। নতুন এক বিশ্লেষণে দাবি করা হয়েছে, চলমান ধরপাকড় ও বহিষ্কার কার্যক্রমের ফলে এক লাখেরও বেশি শিশু তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যাদের বড় একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া আমেরিকান নাগরিক শিশু।

নতুন এই বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন। প্রতিষ্ঠানটির গবেষকদের মতে, বর্তমান অভিবাসন অভিযানের কারণে প্রায় ১ লাখ ৫ হাজারেরও বেশি শিশু তাদের অভিভাবকদের থেকে আলাদা হয়ে ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









খাতা খুলে ঘুস ভাগাভাগি



তোহুর আহমদ : পাসপোর্ট অফিসের ঘুস ভাগাভাগিতে 'শিয়ালের আলু ভাগের' সেই গল্পের মতো এক বিশেষ পদ্ধতি দীর্ঘদিন চালু রয়েছে। দালাল-চ্যানেলে আসা ঘুসের টাকা দুভাগে ভাগ করা হয়। এর একটি বড় অংশ সংশ্লিষ্ট অফিসপ্রধান নিজের কাছে রেখে দেন। বাকিটা অফিসের কেরানি থেকে শুরু করে নিরাপত্তা প্রহরী পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে নির্ধারিত হারে ভাগাভাগি করা হয়। 'চ্যানেল মাস্টার' বা ক্যাশিয়ারের মাধ্যমে রীতিমতো খাতায় হিসাব কষে এমন ঘুস বাণিজ্য চলে।

সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জেরার মুখে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা নিজেদের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির এমন অভিনব পদ্ধতি ফাঁস করে দেন। দুদক কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, পাসপোর্টের এমন ঘুস বাণিজ্য সহসা বন্ধ হওয়ার নয়। কারণ, ঘুসচক্রের সঙ্গে খোদ উচ্চপর্যায়ের কতিপয় কর্মকর্তা জড়িত। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থার মাঠ পর্যায়ের অসাধু সদস্য এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাদের পকেটেও যায় ঘুসের টাকা।

আবেদন যত, ঘুস তত : ঘুসের অঙ্ক নির্ধারিত হয় পাসপোর্ট আবেদনের সংখ্যার ওপর। অর্থাৎ যেসব অফিসে আবেদন বেশি, সেখানে ঘুসের অঙ্কও তত বড়। মোট আবেদনের অন্তত ৮০ শতাংশ আসে বিশেষ চ্যানেলে, অর্থাৎ দালালের মাধ্যমে। এসব আবেদনে সরকার নির্ধারিত ফির বাইরে 'চ্যানেল খরচ' হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। আবেদনপ্রতি যার অঙ্ক দেড় হাজার থেকে তিন হাজার টাকা।

সূত্র জানায়, দালাল-চ্যানেলে আসা বিশেষ চিহ্নযুক্ত প্রতিটি আবেদন গুনে রাখা, ঘুসের টাকা সংগ্রহ এবং ভাগবাঁটোয়ারার জন্য প্রায় সব অফিসেই একজন কর্মচারী দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন। তাকে বলা হয় 'চ্যানেল মাস্টার'। সাধারণত হিসাবরক্ষক বা ডিএডি (উপসহকারী পরিচালক) পদমর্যাদার কর্মচারীদের কেউ চ্যানেল মাস্টার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

পাসপোর্ট অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, সারা দেশে প্রায় ৬৯টি অফিসে পাসপোর্ট আবেদন জমা নেওয়া হয়। দৈনিক আবেদন জমার ওপর ভিত্তি করে অফিসগুলো 'এ, বি এবং সি' ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। দৈনিক ২০০ থেকে ২৫০টি আবেদন জমা হলে সংশ্লিষ্ট অফিস 'এ' ক্যাটাগরি হিসাবে চিহ্নিত। এছাড়া কোথাও দুইশর ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আসন্ন বাজেটেও খরচ বাড়ছে ব্যাপক

সরকারি পরিচালন ব্যয়ের আবর্তে আটকা উন্নয়ন



এম শাহজাহান : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) হলেও বাস্তব চিত্র বলছে ভিন্ন কথা। দেশের অর্থনীতি ক্রমেই সরকারি পরিচালন ব্যয়ের বৃত্তে আটকে পড়ছে। প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের অনুৎপাদনশীল খাত হিসাবে পরিচিত 'পরিচালন ব্যয়' বা চলতি খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আসন্ন বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ এক ধাক্কায় ৭০ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে ৬ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। যা সরকারের মোট উন্নয়ন ব্যয়ের দ্বিগুণেরও বেশি।

আগামী অর্থবছরের জন্য এডিপির আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ লাখ কোটি টাকা। বড় অঙ্কের এই ব্যয় মেটাতে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। আর ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস থেকে ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ১৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিচালন ব্যয়ের এই লাগামহীন বৃদ্ধির কারণে ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে পড়ছে উন্নয়ন খাতের পরিধি। ফলে থমকে যাচ্ছে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ ও সরকারি বিনিয়োগের গতি। একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে একটি সুস্থ ভারসাম্য থাকা জরুরি। তারা বলছেন, এই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হলে কঠোর ব্যয় সংকোচন নীতি, সরকারি কর্মকর্তাদের অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ, বিলাসবহুল গাড়ি কেনা এবং অনুৎপাদনশীল খাতের খরচ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অন্যদিকে, রাজস্ব আয় বাড়ানো, ভর্তুকি ব্যবস্থার সংস্কার, এডিপি বাস্তবায়নে দক্ষতা ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



সময় ফুরিয়ে আসছে

ইরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

বিবিসি : যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা থমকে যাওয়ায় ইরানকে সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তাদের (ইরানের) 'সময় ফুরিয়ে আসছে'।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ট্রাম্প লিখেছেন, 'তাদের উচিত পদক্ষেপ নেওয়া, দ্রুত; না হলে তাদের আর কোনো কিছুই থাকবে না।

'এখন সময়টাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ!'

গতকাল রোববার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথা বলার ঠিক পূর্বমুহূর্তে এ বার্তা আসে।

এদিকে ইরানের গণমাধ্যম জানিয়েছে, সংঘাত অবসানে তেহরান সম্প্রতি যে প্রস্তাব দিয়েছে, তার জবাবে যুক্তরাষ্ট্র কোনো শক্ত ছাড় দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা মেহের জানিয়েছে, ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে আপস না করার কারণে এই 'আলোচনায় অচলাবস্থা' দেখা দিতে পারে।

গত এপ্রিলের শুরুতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ঠিক আগে ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন, ইরান যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে রাজি না হলে 'পুরো একটি সভ্যতা' ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর সাম্প্রতিক এই বার্তায় সেই একই হুমকির সুর শোনা যাচ্ছে।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে তেহরানের দাবিগুলোকে 'সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য' বলে প্রত্যাখ্যান করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই যুদ্ধবিরতি এখন 'লাইফ সাপোর্টে' রয়েছে।



হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে বসে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: রয়টার্স

তবে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জোর দিয়ে বলেছেন, তাঁদের দাবিগুলো ছিল 'দায়িত্বশীল' ও 'উদার'।

ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, তাদের দাবির মধ্যে ছিল সব ফ্রন্টে তাৎক্ষণিক যুদ্ধ বন্ধ করা। মূলত লেবাননে ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহর ওপর ইসরায়েলের চলমান হামলার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে। এর পাশাপাশি ইরানের বন্দরগুলোয় মার্কিন নৌ অবরোধ তুলে নেওয়া এবং ইরানের ওপর আর কোনো হামলা না চালানোর নিশ্চয়তাও দাবি করা হয়।

এ ছাড়া যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। সেই সঙ্গে হরমুজ প্রণালির ওপর ইরানের সার্বভৌমত্বের বিষয়েও জোর দেওয়া হয়।

ইরানের আরেকটি আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ইরানকে পাঁচ দফা তালিকা দিল যুক্তরাষ্ট্র, রাজি নয় তেহরান

এএফপি ও আল-জাজিরা : যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে আলোচনার জন্য ইরানের দেওয়া সর্বশেষ প্রস্তাবের জবাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে তারা সুনির্দিষ্ট কোনো ছাড় দিতে রাজি হয়নি। ইরানের কয়েকটি সংবাদ সংস্থার বরাতে গতকাল রোববার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এ খবর জানিয়েছে। এদিকে দ্রুত চুক্তিতে রাজি না হলে ইরানকে পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।



যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ছবি: কোলাজ

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শান্তি আলোচনা এগিয়ে নিতে পাকিস্তান ও অন্য মধ্যস্থতাকারী দেশ সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ গত শনিবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমসকে জানান, তাঁর দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় সরাসরি বৈঠকের বিষয়ে আশাবাদী। একই দিন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ মহসিন নাকভি দুই দিনের সফরে তেহরানে পৌঁছেছেন। যুদ্ধের ৪০ দিনের মাথায় গত ৮ এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। এর কয়েক দিন পর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ২০ ঘণ্টার বেশি বৈঠক করেন, কিন্তু সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

এর পর থেকে দ্বিতীয় দফা বৈঠকের চেষ্টা চলছে। ওয়াশিংটন ও তেহরান এরই মধ্যে পাল্টাপাল্টি একাধিক প্রস্তাব বিনিময় করেছে, কিন্তু প্রস্তাবের শর্ত পছন্দ না হওয়ায় এ পর্যন্ত তারা দ্বিতীয় দফায় বৈঠকে বসতে পারেনি।

এদিকে গতকাল সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ড্রোন হামলা হয়েছে। এ ঘটনায় সেখানকার একটি জেনারেটরে আগুন ধরে যায়। তবে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

কাতার ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা গতকাল ইরান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে টেলিফোনে আলাপ করেছেন।

এদিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। আধা ঘণ্টার বেশি এ ফোনালাপে ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিজেকে এবং আপনার পরিবারকে সুস্থ রাখুন।
কম খরচের বা বিনামূল্যের স্বাস্থ্য বিমার জন্য আজই সাইন আপ করুন।
আপনার অভিবাসন স্থিতি নির্বিশেষে নথিভুক্তির সহায়তা বিনামূল্যে।



আপনি যোগ্য কিনা তা দেখুন।
আপনার হেলথ কভারেজ সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত সিদ্ধান্তের জন্য একজন NYC স্বাস্থ্য দপ্তর এনরোলমেন্ট কাউন্সেলরের সাথে কথা বলুন।

347-665-0214 নম্বরে ফোন করুন।

nyc.gov/healthcoverage
ভিজিট করুন।

NYC Health
Zohran Kwame Mamdani
Mayor
Alister F. Martin, MD, MPP
Commissioner

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

ইরান যুদ্ধ প্রভাব: যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যবৃদ্ধির চাপে নিম্ন ও মধ্য আয়ের পরিবারগুলো

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা, বিশেষ করে ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব এখন আর শুধু ওই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এর ঢেউ আছড়ে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতেও। জ্বালানী তেলের বাজারে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় দৈনন্দিন জীবনের খরচ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, যার চাপ সবচেয়ে বেশি অনুভব করছেন নিম্ন ও মধ্য আয়ের আমেরিকানরা।

বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেই তার সরাসরি প্রভাব পড়ে পাম্পের দামে। সাম্প্রতিক সময়ে সেই প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে। গ্যাসোলিনের দাম বেড়ে যাওয়ায় ব্যক্তিগত গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে পরিবহন খরচ পর্যন্ত সবকিছুতেই অতিরিক্ত ব্যয় যোগ হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যারা প্রতিদিন কাজের জন্য দূরপথে যাতায়াত করেন, তাদের বাজেটে এই বৃদ্ধি বড় ধরনের চাপ তৈরি করেছে।

শুধু জ্বালানী নয়, এর প্রভাব পড়ছে নিত্যপণ্যের বাজারেও। পরিবহন খরচ বাড়ার কারণে খাদ্যপণ্য, গৃহস্থালি সামগ্রী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। সুপারমার্কেটে গিয়ে অনেকেই এখন আগের তুলনায় একই বাজেটে কম পণ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষ করে যাদের আয় নির্দিষ্ট, তাদের জন্য এই পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

এদিকে মূল্যস্ফীতি আগেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে একটি বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল। নতুন করে জ্বালানী ও সরবরাহ চেইনের চাপ সেই মূল্যস্ফীতিকে আরও উসকে দিচ্ছে। ফলে ফেডারেল রিজার্ভের নীতিগত সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে সরকারের অর্থনৈতিক কৌশল পর্যন্ত সবকিছুতেই বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, বৈশ্বিক রাজনৈতিক অস্থিরতা যত দীর্ঘায়িত হবে, ততই এর প্রভাব ঘরোয়া অর্থনীতিতে গভীরভাবে অনুভূত হবে। বিশেষ করে যারা স্থির আয়ের ওপর নির্ভরশীল, তাদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। অনেকেই খরচ কমানোর চেষ্টা করছেন, কেউ আবার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। বাস্তবতা বলছে, আন্তর্জাতিক সংঘাত আর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। একটি অঞ্চলের উত্তেজনা অন্য অঞ্চলের বাজারে দ্রুতই প্রতিফলিত হয়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের জন্য নতুন করে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে। জ্বালানীর দাম, নিত্যপণ্যের ব্যয় এবং মূল্যস্ফীতির সম্মিলিত প্রভাব জীবনযাত্রাকে আরও কঠিন করে তুলছে, যার সমাধান নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের ওপর।



আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অদৃশ্য নজরদারি

সাইফুল খান



বেইজিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলকে বহনকারী বিখ্যাত 'এয়ারফোর্স ওয়ান' বিমানটি ওড়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তখনই রানওয়েতে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। পুরো মার্কিন প্রতিনিধিদল তাদের সফরে চীনা আতিথেয়তায় পাওয়া আকর্ষণীয় সব উপহার, মূল্যবান স্মারকসামগ্রী, মেডেল, ব্যাজ এমনকি ছোট ছোট পিনও বিমানবন্দরের ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে। বাইরে থেকে দেখলে এ আচরণকে চরম কূটনৈতিক অশিষ্টতা মনে হতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্সের দুনিয়ায় এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এটি অত্যন্ত সুনিপুণ ও কঠোর এক সিকিউরিটি প্রটোকলের অংশ।

আজকের দিনে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের দেওয়া উপহার কখনোই শুধু একটি 'উপহার' নয়; এর পেছনে লুকিয়ে থাকতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে পরিশীলিত ও বিপজ্জনক গুপ্তচরবৃত্তি। ট্রোজান হর্স ও প্যাসিভ অডিও সার্ভেইলেন্স : ব্যাটারিহীন আড়িপাতার প্রযুক্তিকে বলা হয় Passive resonant cavity bug। এর ভেতরে কোনো দৃশ্যমান ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, তার বা ব্যাটারি থাকে না। ফলে সাধারণ কোনো মেটাল ডিটেক্টর বা সিকিউরিটি চেকিংয়ে একে সাধারণ ধাতব পিন বা স্মারক বলেই মনে হবে। কিন্তু বাইরে থেকে যখন একটি নির্দিষ্ট রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বা মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল এ পিনের দিকে পাঠানো হয়, তখন পিনের ভেতরের বিশেষ রেজোন্যান্ট কাঠামোটি ঘরের ভেতরের শব্দের কম্পনের সঙ্গে কাঁপতে থাকে। এ কম্পনসহ সিগন্যালটি যখন প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়, তখন দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণকক্ষে বসে ঘরের ভেতরের সব গোপন কথোপকথন স্পষ্ট শোনা সম্ভব হয়।

চালের দানার চেয়ে ক্ষুদ্র ট্র্যাকিং চিপ ও 'বার্নার' ফোন

উপহারসামগ্রীর ভেতরে শুধু আড়িপাতার যন্ত্রই নয়, বরং চালের দানার চেয়েও ছোট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আরইআইডি (রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন) বা এনএফসি চিপ লুকিয়ে রাখা সম্ভব। এগুলোর জন্য কোনো নিজস্ব পাওয়ার সোর্সের প্রয়োজন হয় না। নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির স্ক্যানারের আওতায় এলে এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে ভবনের ভেতরে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সুনির্দিষ্ট মুভমেন্ট ট্র্যাক করা যায়। এ একই সাইবার ঝুঁকির কারণে চীন বা রাশিয়া সফরে আমেরিকান প্রতিনিধিদলের কেউ নিজেদের ব্যক্তিগত ফোন বা ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারেন না। মার্কিন ডিরেক্টরেট অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি এবং সিআইএ কর্মকর্তাদের জন্য সেখানে বার্নার বা অস্থায়ী ডিভাইস ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে। তাই কর্মকর্তারা তাদের আসল ডিভাইসগুলো যুক্তরাষ্ট্রেই রেখে যান। সফরে সম্পূর্ণ নতুন বা বিশেষায়িত ল্যাপটপ ও ফোন দেওয়া হয়। কল্পবিজ্ঞানকেও হার মানানো 'কাউন্টার-মেজার্স' বা প্রতিরোধব্যবস্থা

মার্কিন নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ধরে নেয় যে, শুধু উপহারই নয়, প্রতিপক্ষের দেশের হোটেলকক্ষ, চেয়ার, টেবিল, জানালা বা খাবারের মাধ্যমেও এ নজরদারি করা সম্ভব। আর এ অদৃশ্য নজরদারি এড়াতে তারা যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়, তা যে কোনো সায়েন্স-ফিকশন সিনেমাকেও হার মানায়।

ক. দ্য ট্যাকটিক্যাল এসসিআইএফ এবং বিশেষ চেয়ার

প্রেসিডেন্ট পৌঁছানোর কয়েকদিন আগেই মার্কিন অগ্রবর্তী দল পুরো হোটেল বা কনফারেন্স ভেন্যু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। তারা থার্মাল ইমেজিং এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যানার দিয়ে দেওয়াল ও আসবাবপত্রের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে। এমনকি প্রতিপক্ষের দেওয়া চেয়ারের নিচে কোনো প্রেসার-সেন্সর বা চিপ এড়াতে অনেক সময় তারা নিজেদের সঙ্গে আনা বিশেষ চেয়ার বা কুশন ব্যবহার করেন। সবচেয়ে সংবেদনশীল আলোচনার জন্য তারা হোটেলকক্ষের ওপর মোটেও ভরসা করেন না। মার্কিন নিরাপত্তাদল হোটেলের কোনো বড় কক্ষে একটি অস্থায়ী 'তাঁবু' বা 'কাচের ঘর' তৈরি করে। একে বলা হয় ট্যাকটিক্যাল এসসিআইএফ (সেনসেটিভ কমপার্টমেন্টাল ইনফরমেশন ফ্যাসিলিটি)। এটি এমন একটি শব্দভেদ্য এবং তরঙ্গভেদ্য কাঠামো, যার ভেতরে কোনো রেডিও সিগন্যাল ঢুকতেও পারে না, বের হতেও পারে না।

খ. লেজার অডিও নজরদারি ও হোয়াইট নয়েজ

রুমে কোনো চিপ না থাকলেও বহুদূর থেকে জানালার কাচের দিকে লেজার রশ্মি নিক্ষেপ করে ভেতরের কথাবার্তা শোনা সম্ভব। ঘরের ভেতরের শব্দের কম্পনে জানালার কাচ যেভাবে কাঁপে, লেজার সেই কম্পন পরিমাপ করে আওয়াজ উদ্ধার করে। এর জবাবে মার্কিন সিকিউরিটি টিম জানালায় বিশেষ ধরনের ভারী পর্দা এবং অডিও জ্যামার বা হোয়াইট নয়েজ জেনারেটর ব্যবহার করে, যা জানালার কাচকে একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে অনবরত কাঁপাতে থাকে। ফলে বাইরের লেজার মাইক্রোফোনে কেবল একটি একটানা ভনভন শব্দ ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ে না।

গ. বায়োমেট্রিক চুরি ও খাবারের নিরাপত্তা

প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যবহৃত পানির গ্লাস, কাপ বা ন্যাপকিন থেকে তার ডিএনএ সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে পারে। যাতে তার কোনো গোপন শারীরিক অসুস্থতা বা জেনেটিক দুর্বলতা আছে কিনা তা জানা যাবে। তাই প্রেসিডেন্ট ডাইনিং টেবিল বা রুম ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সিক্রেট সার্ভিসের একটি বিশেষ দল তার ব্যবহৃত গ্লাস, চামচ বা ন্যাপকিন প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে নেয়। এগুলোকে কখনো হোটেলের স্টাফদের পরিষ্কার করতে দেওয়া হয় না। এমনকি বিদেশ সফরে প্রেসিডেন্ট কী খাবেন, তা নির্ধারণ করতে হোয়াইট হাউজের নিজস্ব শেফ এবং রন্ধনশিল্পী সঙ্গে যান এবং অধিকাংশ খাবার ও পানি 'এয়ার ফোর্স ওয়ান' থেকেই সরবরাহ করা হয়।

শতভাগ নিরাপত্তা কি আদৌ সম্ভব?

এতসব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং কড়া প্রটোকল ব্যবহারের পরও বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন, দুনিয়ায় শতভাগ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা কখনোই সম্ভব নয়। সবসময়ই কিছু না কিছু 'ব্লাইন্ড স্পট' বা ফাঁক থেকে যায়। এর মূল কারণগুলো হলো-

জিরো-ডে প্রযুক্তির ভয় : আমেরিকা কেবল সেই চিপ বা ম্যালওয়্যার শনাক্ত করতে পারবে, যা সম্পর্কে তাদের আগে থেকে ধারণা আছে। কিন্তু চীন বা রাশিয়া যদি সম্পূর্ণ নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক থিয়োরি ব্যবহার করে এমন কিছু তৈরি করে, যা এখনো আমেরিকার ল্যাবে আবিষ্কৃতই হয়নি, তবে তা ধরা অসম্ভব।

মানবিক ভুল ও ক্লান্তি : প্রযুক্তি নিখুঁত হলেও মানুষ নিখুঁত নয়। দিনের পর দিন অতিরিক্ত কড়া প্রটোকল মেনে চলতে চলতে নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে 'প্রটোকল ক্লান্তি' চলে আসতে পারে। কোনো কর্মকর্তা যদি অসাবধানতাবশত একটি ব্যক্তিগত পেনড্রাইভ অন করে ফেলেন, তবেই পুরো নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়তে পারে।

আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও সাইবার-ইন্টেলিজেন্সের এ চরম প্রতিযোগিতার যুগে কোনো পক্ষই নিখুঁত নয়। পরাশক্তিগুলোর এ বিশাল এবং অদ্ভুত সব আয়োজন কিন্তু 'শতভাগ নিরাপত্তা' নিশ্চিত করার জন্য নয়; বরং এটি করা হয় ঝুঁকির মাত্রা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য। বিমানবন্দরে উপহারসামগ্রী ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার দৃশ্যটি আসলে একটি প্রতীকী বার্তা। হাই-টেক গোয়েন্দাবৃত্তির এ দাবার বোর্ডে এক পক্ষ প্রতি মুহূর্তেই নতুন ফাঁদ পাতছে, আর অন্য পক্ষ তা ভাঙার প্রযুক্তি নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। লড়াইটা এখানে কেবল একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার।

সাইফুল খান : ইতিহাস, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশ্লেষক

ভূ-রাজনীতির চক্করে বাংলাদেশ

রশিদ মামুন

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ভূ-রাজনীতির চক্করে পড়েছে বাংলাদেশ। এক দেশকে ব্লক ইজারা দিলে অন্য দেশ বাংলাদেশ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবে সরকারকে এমন বিবেচনা করতে হয়। এতে করে বছরের পর বছর বাংলাদেশের গভীর এবং অগভীর সমুদ্র তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের স্থলভাগে নতুন গ্যাসের মজুদ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা নেই। অন্যদিকে সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে গত ২৩ বছরের প্রচেষ্টায় খুব একটা সাফল্য দেখা যায়নি। বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র এলাকার নিকটবর্তী মিয়ানমার এবং ভারত তাদের সমুদ্রসীমা থেকে গ্যাস তুলছে। কিন্তু এর বিপরীত চিত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। প্রতিদিন অন্তত ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট আমদানি করা গ্যাস সরবরাহ করতে হচ্ছে। চলতি বছর বাংলাদেশকে এলএনজি আমদানিতে ব্যয় করতে হবে ৫৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। বিপুল এই ব্যয়ে দেশের অর্থনীতি চাপে পড়ছে। ভবিষ্যতে জ্বালানি আমদানির এই চাপ আরও বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘোচানো কঠিন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার অতি সম্প্রতি সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে নতুন উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি) অনুমোদন করেছে। নতুন পিএসসির আলোকে শিগগিরই সরকার সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য দরপত্র আহ্বান করতে যাচ্ছে। তবে এ ধরনের দরপত্র বাংলাদেশে নতুন নয়। দফায় দফায় দরপত্র আহ্বান করেও সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে খুব বেশি সাড়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে দরপত্রের বাইরে গিয়ে যারা তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কাজ করতে এসেছে তাদেরও বাংলাদেশ কাজ দিতে পারেনি।

পিএসসি অনুমোদনের পর বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খনিজসম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য দরপত্র আহ্বান করবে বাংলাদেশ।

পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি বিভাগ সূত্র বলছে, নতুন অনুমোদন পাওয়া পিএসসির শর্তে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির (আইওসি) মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর আগে যেসব কাজ করা হয়েছে সেখানে সরকার নিজেদের ইচ্ছার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশের পিএসসির বিভিন্ন শর্তকে প্রাধান্য দিয়েছে।

সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'আমি নির্বিঘ্নে ক্ষমতায় থাকতে পারি যদি তাদের সেন্টমার্টিন দিয়ে দিই।'

বঙ্গোপসাগর ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা বরাবর চোখে পড়ার মতো। সূত্রগুলো বলছে, ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক কোম্পানি এক্সন মবিল বাংলাদেশে গভীর সমুদ্রে ১৫টি ব্লক ইজারা চেয়ে সরকারকে চিঠি দেয়। সাবেক সরকার এক্সন মবিলকে কাজ না দেওয়ার জন্য নীতিগতভাবে সম্মতি নিয়ে লোক দেখানো একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করে।

জ্বালানি বিভাগের সাবেক একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই প্রতিবেদককে জানান, ওই সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়ে এক বৈঠকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করছে। এই ব্লকগুলো ইজারা দিলে যুক্তরাষ্ট্রের আগেই ভারত এবং চীন আমাকে ফেলে দেবে।

এক্সন মবিল যে ১৫টি ব্লক ইজারা চেয়েছিল তার সব ছিল ভারত এবং মিয়ানমার সীমান্তে। মিয়ানমারের সীমান্ত থেকে চীনের দূরত্ব বেশ কম। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি প্রতিবেশী চীন এবং ভারতের জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারত। বিশ্ব অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তিতে শক্ত অবস্থানে থাকা ভারত এবং চীনকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের জন্য কিছু করে ওঠা খুব সহজ বিষয় না। দেশ দুটি যদি মনে করে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশ কোনোভাবে হুমকি তৈরি করবে, তাহলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নানামুখী তৎপরতা সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এতে করে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ঝুঁকি তৈরি হবে, যা বাংলাদেশের জন্য মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

সূত্র বলছে, ২০২৩ সালের মার্চে এক্সন মবিল বাংলাদেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে পেট্রোবাংলাকে সরাসরি চিঠি দিয়ে ১৫টি ব্লক ইজারা চায়। সরকার নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো ঝামেলায় যেতে না চাওয়ায় কেবল একটি কমিটি গঠন করে বিষয়টি আলাপ-আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রকৃত ঘটনা জানা কিংবা আওয়ামী লীগের মনোভাব বোঝা খুব কঠিন ছিল না।

পেট্রোবাংলা সূত্র জানায়, সাবেক সরকার ফ্রান্সের একটি কোম্পানিকে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে একটি প্রাথমিক জরিপ করায়। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানি স্ল্যামবার্জার বর্তমান নাম এসএলবিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই কোম্পানিটি সারা বিশ্বে অন্তত ১০০টি দেশে কাজ করে। সাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধান এবং রিজার্ভ বা মজুদ নিরীক্ষণে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এই কোম্পানিটির ভাড়া করা একটি চীনা জাহাজকে ভারতীয় সমুদ্রসীমার মাত্র দেড় কিলোমিটার ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি দেশটি (ভারত)।

পেট্রোবাংলার একজন কর্মকর্তা জানান, বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস জরিপের কাজে ওই চীনা জাহাজটি ঘুরতে যতটুকু জায়গা প্রয়োজন, ভারতের কাছে বাংলাদেশ কেবল সেটুকু ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিল। এজন্য পেট্রোবাংলা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ওই সময় চিঠি পাঠিয়েছিল। কিন্তু ভারত তাদের সমুদ্রসীমায় চীনা জরিপ জাহাজ প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।

পেট্রোবাংলা সূত্র বলছে, এক্সন মবিলের এই তৎপরতা শেখ হাসিনার বিদায়ের পরেও ছিল। ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা থাকাকালীন আবারও এক্সন মবিলকে তেল গ্যাস ব্লক ইজারা দেওয়ার বিষয়ে পেট্রোবাংলাকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু পেট্রোবাংলার তরফ থেকে ওই সময় সরকারকে জানানো হয়, তেল গ্যাস ব্লক ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বান করতে হয়। দরপত্র ছাড়া এভাবে ব্লক ইজারা দেওয়া আইনসঙ্গত হবে না।

পেট্রোবাংলার একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের কর্তারা যখন দেখতে পেলেন কোনোভাবে আইনের মধ্যে থেকে এক্সন মবিলকে গ্যাস ব্লক ইজারা দেওয়া সম্ভব না, তখন আওয়ামী লীগ সরকারের করা বিদ্যুৎ জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বিশেষ বিধান বাতিল করার জন্য আফসোস করেছিলেন। কারণ এই আইনটি থাকলে দরপত্র ছাড়াই চুক্তি করা সম্ভব হতো।

এক্সন মবিলের সেই তৎপরতা এখনো রয়েছে বলে জানা গেছে। অতি সম্প্রতি তারা পেট্রোবাংলায় এসে বৈঠক করেছে। ঠিক আগের মতোই দরপত্রের বাইরে গিয়ে নির্দিষ্ট ১৫টি ব্লক ইজারা চেয়েছে। তারা পেট্রোবাংলায় একটি প্রেজেন্টেশনও দিয়েছে। ফলে এই তৎপরতায় তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার এখন কীভাবে সাড়া দেয় সেটি দেখার বিষয়।

বাংলাদেশে সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ১৯৯৩ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৬ বার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৯৩ সালের পর ১৯৯৭, ২০০৮, ২০১২, ২০১৬ এবং ২০২৪ সালে দরপত্র আহ্বান করা হয়। তবে কোনো দরপত্রে ব্যাপকভাবে সাড়া পাওয়া যায়নি। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র এবং কোরিয়ান কোম্পানি সাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধান কাজ মাঝপথে ফেলে রেখে চলে গেছে। ভারতীয় কোম্পানি ওএনজিসি বিদেশ এবং অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড বঙ্গোপসাগরে কাজ করছে। তবে আওয়ামী লীগের পতনের পর অন্য ভারতীয় কোম্পানির মতো এই কাজটিও চলছে ঢিমেতালে। এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি কনোকো ফিলিপস এবং কোরিয়ান কোম্পানি পোসকো দাইয়ু কাজের মাঝপথে ব্লক ফেলে চলে গেছে।

সবশেষ ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে দরপত্র আহ্বান করে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দরপত্র বাতিল না করে সময় বাড়িয়ে বিদেশি কোম্পানিকে বিনিয়োগে আহ্বান জানায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কোম্পানি আর দরপত্র জমা দেয়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দেশে কোনো বড় বিনিয়োগ আসার পরিবেশ না থাকায় এমনটি হয়েছে বলে জ্বালানি খাত-সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। এমনকি এক্সন মবিল, যারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য অতীতে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তারাও ২০২৪-এর দরপত্রে কোনো সাড়া দেয়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্বব্যাপী যেসব কোম্পানি রয়েছে এর মধ্যে এশিয়ার চারটি কোম্পানি বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে। এই কোম্পানিগুলো হলো চায়না ন্যাশনাল অফশোর অয়েল করপোরেশন (সিএনওওসি), সৌদি আরবের সৌদি অ্যারামকো, মালয়েশিয়ান কোম্পানি পেট্রোনাস, ভারতের কোম্পানি ওএনজিসি বিদেশ। এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, নরওয়ে এবং ব্রাজিলের কয়েকটি বড় কোম্পানি রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তির ফলে বাংলাদেশে চীনা কোম্পানির বিনিয়োগ কঠিন হবে। একই সঙ্গে রাশিয়ান কোম্পানির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থাকায় বিডিং রাউন্ডে রাশিয়া আসতে পারবে কি না সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বিডি রহমত উল্লাহ বলেন, এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে হলে আমাদের যৌথ উদ্যোগে সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করতে হবে। এখন চীন এবং মালয়েশিয়াও সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ভালো করছে। বাংলাদেশ যদি সরকারি পর্যায়ে কোনো কোম্পানির সঙ্গে যৌথ মূলধনি কোম্পানি করে তাহলে এই কাজ করা কঠিন হবে না। এতে বাংলাদেশকে যারা ভূ-রাজনীতির এই চক্করে ফেলেছে তাদেরও কিছু বলার থাকবে না। তবে এজন্য বাংলাদেশকে বিনিয়োগ করতে হবে এবং ঝুঁকি নিতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা সুরক্ষায় এমনটি করাই যেতে পারে।

জানতে চাইলে বাপেক্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোর্তজা আহমেদ ফারুক চিশতী বলেন, পিএসসিকে সফল করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যেকোনো উপায়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে পিএসসি সফল করতে হবে। তিনি ১৯৯৩ সালের পিএসসির উদাহরণ টেনে বলেন, তখন যোগ্য কোম্পানিকে ডেকে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে কাজ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কেউ এই বিষয়ে অভিযোগ তুলতে পারেনি। এবারও এমনটি করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। মোর্তজা বলেন, রাশিয়ান কোম্পানি রূপপুরে কাজ করতে গিয়েই অনেক বিপাকে পড়েছে। ফলে বাংলাদেশে তারা পুনরায় কাজ করতে আসবে এমনটি এখনই চিন্তা করা কঠিন। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে তাতে চীনা কোম্পানির বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে পারা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তিনি জানান, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মালয়েশিয়ান কোম্পানি পেট্রোনাস বাংলাদেশে কাজ করার আগ্রহ দেখালেও সরকার তাতে সাড়া দেয়নি।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বদরুল ইমাম বলেন, আমি বিষয়গুলো কম বুঝি। তবে আমি মনে করি, আমাদের অন্তত এইটুকু স্বাধীনতা থাকা উচিত যাতে আমরা নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি।



বাংলাদেশে সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ১৯৯৩ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৬ বার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৯৩ সালের পর ১৯৯৭, ২০০৮, ২০১২, ২০১৬ এবং ২০২৪ সালে দরপত্র আহ্বান করা হয়। তবে কোনো দরপত্রে ব্যাপকভাবে সাড়া পাওয়া যায়নি। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র এবং কোরিয়ান কোম্পানি সাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধান কাজ মাঝপথে ফেলে রেখে চলে গেছে। ভারতীয় কোম্পানি ওএনজিসি বিদেশ এবং অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড বঙ্গোপসাগরে কাজ করছে। তবে আওয়ামী লীগের পতনের পর অন্য ভারতীয় কোম্পানির মতো এই কাজটিও চলছে ঢিমেতালে। এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি কনোকো ফিলিপস এবং কোরিয়ান কোম্পানি পোসকো দাইয়ু কাজের মাঝপথে ব্লক ফেলে চলে গেছে...

পুরোপুরি প্রস্তুত ন্যাম ভবন



উঠতে শুরু করেছেন নবনির্বাচিত সংসদ-সদস্যরা

নতুন আসবাবে সুসজ্জিত প্রতিটি ফ্ল্যাট

আবাসন সংকট সমাধানে হচ্ছে আরও দুটি ভবন

সিসি ক্যামেরার আওতায় পুরো এলাকা

শেখ মামুনুর রশীদ : জাতীয় সংসদ-সদস্যদের আবাসনের জন্য নির্ধারিত ন্যাম ভবন এখন পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। একে একে উঠতে শুরু করেছেন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সংসদ-সদস্যরা। নতুন নির্বাচিত সংসদ-সদস্য ও যাদের ঢাকায় নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে। মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ও নাখালপাড়ায় ২৬৫টি ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রথমদফায় ২১৫টি ফ্ল্যাট সংসদ-সদস্যদের মধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়। এরপর বাকি ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সংরক্ষিত নারী আসনে সম্প্রতি নির্বাচিত সদস্যদের নামে। সংসদ সচিবালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সংসদ-সদস্যদের জন্য বরাদ্দ ছয়টি ভবনে মোট ২১৬টি ফ্ল্যাট রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি ভবনে রয়েছে ১২০০ বর্গফুটের ১০৮টি ফ্ল্যাট। বাকি তিনটি ভবনের ১০৮টি ফ্ল্যাট রয়েছে ১৬৫০ বর্গফুটের। সংসদ-সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল ১৬৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটগুলোর। এর বাইরে নাখালপাড়ায় ন্যাম ভবনে আরও ৪৯টি ফ্ল্যাট রয়েছে। তবে সেগুলোতে থাকতে খুব একটা আগ্রহী নন সংসদ-সদস্যরা। এ অবস্থার মধ্যেই সমন্বয় করে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করেছে সংসদ কমিটি। জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি এই কমিটির সভাপতি।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদের হুইপ এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজাম রোববার যুগান্তরকে বলেন, ইতোমধ্যে সংসদ-সদস্যদের নামে ফ্ল্যাট বরাদ্দের কাজ শেষ করা হয়েছে। যারা সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন কিংবা যারা ইতোমধ্যে সরকারি বাংলো বরাদ্দ নিয়েছেন, তারা বাদে অধিকাংশ সংসদ-সদস্যের নামে ফ্ল্যাট বরাদ্দ সম্পন্ন হয়েছে। অনেকে এসব ফ্ল্যাটে বসবাসও শুরু করেছেন। তিনি আরও বলেন, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অবস্থিত সব ভবনের ফ্ল্যাটের সংস্কারকাজ শেষ। নাখালপাড়ার ফ্ল্যাটের কাজ কিছুটা বাকি। ৭ জুন বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই বরাদ্দ পাওয়া সংসদ-সদস্যরা তাদের জন্য নির্ধারিত ফ্ল্যাটে উঠতে পারবেন।

এদিকে সংসদ-সদস্যদের আবাসন সংকট সমাধানে শেরেবাংলা নগরের জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে আরও দুটি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে ৭২ জন সংসদ-সদস্যের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে। এর বাইরে নাখালপাড়া এলাকায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাশে আরও দুটি ভবন সংসদ-সদস্যদের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। তবে সংসদ-সদস্যদের বড় অংশই সংসদ ভবন এলাকা ছেড়ে নাখালপাড়ার 'সংসদ-সদস্য ভবনে' বসবাসে অনীহা প্রকাশ করায় নতুন দুটি ভবন নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এ সময় মানিক মিয়া অ্যাভিনিউর পশ্চিম পাশে, যেখানে কৃষিবাজার রয়েছে, সেখানে দুটি ভবন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করার বিষয়ে আলোচনা হয়। নারী আসনসহ বর্তমান সংসদের সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। বর্তমানে সংসদ-সদস্যদের জন্য মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ও নাখালপাড়ায় ২৬৫টি ফ্ল্যাট রয়েছে। এছাড়া সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য, স্পিকার-ডেপুটি স্পিকার, চিফ হুইপ ও হুইপদের জন্যও আলাদা আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের জন্য ২৪টি বাংলোবাড়ি ও ১২টি অ্যাপার্টমেন্ট নির্ধারিত রয়েছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অবস্থিত ন্যাম ভবনগুলোর সংস্কারকাজ প্রায় শেষ ও সেখানে ইতোমধ্যে অনেক সংসদ-সদস্য উঠে গেছেন। তবে নাখালপাড়া সংসদ-সদস্য ভবনের সংস্কারকাজ কিছুটা বাকি রয়েছে। বিশেষ করে নাখালপাড়া ন্যাম ফ্ল্যাটের পুরোনো পাইপলাইন পরিবর্তন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও লিফট সংস্কারের কাজ শেষ করতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর ন্যাম ভবনের বেশির ভাগ ফ্ল্যাটের আসবাবপত্র ভেঙে ফেলা ও লুটপাট করা হয়। সংসদ নির্বাচনের পরপরই নতুন সংসদ-সদস্যদের আবাসন হিসাবে পরিচিত ন্যাম ভবনের ফ্ল্যাটে সংস্কারকাজ শুরু হয়। সংসদ কমিটির নির্দেশনার পর এগুলো বসবাসের উপযোগী করে তোলার কাজে হাত দেওয়া হয়। এরই মধ্যে বৈদ্যুতিক লাইন সংস্কার, নতুন বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন, এয়ারকন্ডিশনার বসানো, রঙ করা, নতুন পর্দা লাগানো, নতুন খাট, সোফা, ডাইনিং টেবিল, আলমারি, লিফট মেরামত, পানির সংযোগ পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ করা হয়েছে। বাথরুমের কল, স্যানিটারি লাইন ও পানির সংযোগে অকেজো যন্ত্রাংশ সরিয়ে বসানো হচ্ছে নতুন ফিটিংস। আলোকসজ্জা, সুইচ, ফ্যানসহ সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ফিটিংসের কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে।

এর বাইরে এবার সংসদ-সদস্যদের আবাসনে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ফ্ল্যাটে নতুন এয়ারকন্ডিশনার, আধুনিক কিচেন ব্যবস্থা ও উন্নত ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রথমবারের মতো বসানো হয়েছে ডিজিটাল স্ক্যানিং ব্যবস্থা ও স্মার্ট অ্যাক্সেস সিস্টেম, যেখানে নির্ধারিত কার্ড ছাড়া বহিরাগত কেউ ভবনে প্রবেশ করতে পারবেন না। এছাড়া পুরো এলাকা নতুন সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

Scan & Visit us!

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

বিশ্বকাপে তারকা হয়ে উঠতে পারেন যে ৫ তরুণ

এএফপি লন্ডন : বিশ্বকাপ এমন একটি মঞ্চ, যেখানে তরুণ ফুটবলাররা মুহূর্তের মধ্যে বৈশ্বিক তারকায় পরিণত হন। বার্তা সংস্থা এএফপি বলছে, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই বছরের বিশ্বকাপে এমন পাঁচজন খেলোয়াড় আছেন, যাঁরা পরবর্তী সময়ে বড় ফুটবল সুপারস্টার হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন। কারা সেই সম্ভাব্য পাঁচ তারকা–

নিকো পাজ (আর্জেন্টিনা)
২১ বছর



নিকো পাজ আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের খেলোয়াড় পাবোলো পাজের ছেলে। যদিও তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা স্পেনে, তবু তিনি বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাজ রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমির একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়। পরে ইতালির ক্লাব কোমোতে যোগ দিয়ে সাবেক স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সেস্ক ফ্যাব্রেগাসের অধীনে খেলেন এবং সেখানে খুব দ্রুত উন্নতি করেন।

এতটাই যে ২১ বছর বয়সী এই তরুণের পারফরম্যান্স দেখে তাঁকে আবার দলে ফেরানোর পরিকল্পনা করছে রিয়াল। দুর্দান্ত টেকনিক, দূর থেকে গোল করার ক্ষমতা এবং আক্রমণাত্মক মানসিকতার কারণে ইউরোপের ক্লাবগুলোও তাঁর দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। আর বিশ্বকাপ ধরে রাখার মিশনে মেসির বয়স ও ফিটনেস বিবেচনায় তাঁকে কম সময় মাঠে রাখার পথে হাঁটতে পারেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নায়ক হয়ে ওঠার সুযোগ আছে নিকো পাজের।

দেজিরে দুয়ে (ফ্রান্স)
২০ বছর



দেজিরে দুয়ে ফ্রান্সের ২০ বছরের তরুণ, যাঁর প্রতিভা নিয়েও প্রশ্ন নেই। এরই মধ্যে ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে প্রমাণ করেছেন নিজের সামর্থ্য। গত বছর পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে ইন্টার মিলানকে বড় ব্যবধানে হারানোর পথে জোড়া গোল করে ম্যাচসেরাও হয়েছেন। তবে বিশ্বকাপই হবে দুয়ের প্রথম বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, অর্থাৎ জাতীয় দলের হয়ে বড় আসরে খেলার প্রথম অভিজ্ঞতা। ফ্রান্সের একাদশে জায়গা পাওয়া তাঁর জন্য সহজ হবে না। কারণ, আক্রমণভাগে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে, পিএসজির ব্যালন ডি'অরজয়ী উসমান দেম্বেলে এবং দুর্দান্ত ছন্দে থাকা বায়ার্ন মিউনিখের মাইকেল ওলিসের মতো তারকারা।

এর মধ্যেও দুয়ে নিজের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স দিয়ে কোচ দিদিয়ের দেশমকে মনে করিয়ে দিয়েছেন নিজের যোগ্যতার কথা। মার্চে কলম্বিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জাতীয় দলের হয়ে করেছেন জোড়া গোলও।

নিকো ও'রাইলি (ইংল্যান্ড)
২১ বছর



২১ বছর বয়সী ও'রাইলি এরই মধ্যে পেপ গার্দিওলার আস্থাভাজন হয়ে ম্যানচেস্টার সিটির নিয়মিত খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছেন। মার্চে লিগ কাপ ফাইনালে আর্সেনালের বিপক্ষে সিটির জয়ে বাঁ প্রান্তের ডিফেন্ডার (লেফটব্যাক) হিসেবে খেলেও দুই গোল করেছেন। তবে মজার বিষয় হলো, ও'রাইলি ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন গোল স্কোরিং মিডফিল্ডার হিসেবে।

গার্দিওলা ও'রাইলির উচ্চতা, গতি ও কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে রক্ষণ থেকে আক্রমণে ওঠা এক ভয়ংকর অস্ত্রে পরিণত করেছেন। তা করেই হয়তো ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেলেরও একটি বড় সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। কারণ, ইংল্যান্ড দল ইউরো ২০২৪-এর ফাইনালে উঠলেও পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে প্রকৃত লেফটব্যাকের অভাবে ভুগেছিল। লুক শর ফিটনেস সমস্যার কারণে সেই জায়গা বেশ দুর্বল ছিল। ও'রাইলি সেই অভাব দারুণভাবে মেটাতে সক্ষম।

ও'রাইলিকে নিয়ে গার্দিওলা বলেন, 'কী দারুণ খেলোয়াড়! সে অসাধারণ উন্নতি করেছে। অনেক ম্যাচ খেলেছে, আর সে এটা প্রাপ্যও।'

এনদ্রিক (ব্রাজিল)
১৯ বছর



অল্প বয়সেই আলোচনায় এসেছেন এনদ্রিক। মাত্র ১৬ বছর বয়সে পালমেইরাসের মূল দলে অভিষেক। এরপর ১৮ বছর হওয়ার আগেই তাঁকে দলে ভেড়ায় রিয়াল মাদ্রিদ। তবে মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছিলেন না। কারণ, দলে আগে থেকেই ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো বড় তারকা। ফলে এনদ্রিক কিছুটা আড়ালে পড়ে যান। পরে ফ্রান্সের ক্লাব লিওঁতে ধারে গিয়ে আবার নিজের সেরা ছন্দ ফিরে পেয়েছেন। ফিরে এসেছে তাঁর গোল করার ধারাও।

আন্তর্জাতিক ফুটবলেও নজর কাড়তে খুব একটা সময় নেননি। দুই বছর আগে ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়সূচক গোল করে ব্রাজিলের হয়ে সবচেয়ে কম বয়সে গোল করার রেকর্ডটি কেড়ে নিয়েছেন রোনালদোর কাছ থেকে। এনদ্রিকের ছোটখাটো কিন্তু শক্তিশালী শারীরিক গঠন দেখে অনেকেই তাঁকে ব্রাজিল কিংবদন্তি রোমারিওর সঙ্গে তুলনা করেন। এখন তাঁর লক্ষ্য হতেই পারে ১৯৯৪ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে রোমারিও যেভাবে ৫ গোল করে ব্রাজিলকে শিরোপা জিতিয়েছিলেন, তেমন কিছু করে দেখানো।

পেদ্রি (স্পেন)
২৩ বছর



পেদ্রি অনেকের চোখেই জাভি হার্নান্দেজের যোগ্য উত্তরসূরি। ক্লাব ও জাতীয় দল–দুই জায়গাতেই নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করেছেন এই তরুণ। খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ, ছোট ছোট নিখুঁত পাস এবং বল ধরে রেখে আক্রমণ গড়ে তোলার দক্ষতার কারণে হয়ে উঠেছেন স্পেনের মাঝমাঠের প্রাণভোমরা।

পেদ্রি প্রথম লাইমলাইটে আসেন উয়েফা ইউরো ২০২০-এ, যখন বয়স ছিল মাত্র ১৮। দুই বছর আগে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ে স্পেন দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছিলেন। তবে চোটের কারণে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে খেলতে পারেননি।

ক্লাব ফুটবলে বার্সেলোনার হয়ে পেদ্রি আগে বেশ চোটের সমস্যায় ভুগতেন। তবে কোচ হান্সি ফ্লিকের অধীনে সেই সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। গত দুই মৌসুমে টানা লা লিগা শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

'নেইমার আছেন' শুনতেই আনন্দে ভাসল ব্রাজিল



ক্রীড়া ডেস্ক : অপেক্ষার অবসান ঘটল। নেইমার ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ব্রাজিলের হয়ে খেলবেন। সোমবার কোচ কার্লো আনচেলত্তি ২৬ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেন। সেই দলে নেইমারের নাম রয়েছে। তার নাম ঘোষণা হতেই রীতিমতো বিশ্বকাপজয়ের আনন্দে মাতে গোটা ব্রাজিল।

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠেয় এই বিশ্বকাপের জন্য গতকাল অন্তত ৭০০ সাংবাদিকের সামনে দল ঘোষণা করেন আনচেলত্তি। নেইমারের নাম ঘোষণা হতে না হতেই রীতিমতো উল্লাস করে বসেন সবাই। এতটাই যে আনচেলত্তিকে কিছুক্ষণের জন্য নাম ঘোষণা বন্ধ রাখতে হয়।

নেইমারকে ঘিরে ব্রাজিলের এই উল্লাস শুধুমাত্র সংবাদ সম্মেলন কক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গোটা ব্রাজিলেই ছড়িয়ে পড়েছিল বিষয়টা। সেটা আঁচ পাওয়া গেল ব্রাজিলের সাবেক ডিফেন্ডার মার্সেলোর ভিডিওতে।

দল ঘোষণার সময় টেলিভিশনে নেইমারের ছবির পাশে লেখা ছিল 'বাতে নো পেইতো'। বাংলায় যার অর্থ 'বুকে হাত দাও'। সেই মুহূর্তটি দেখে আনন্দে ফেটে পড়েন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ডিফেন্ডার মার্সেলো। রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই লেফট-ব্যাককে দেখা গেছে চিৎকার করতে, মুষ্ঠি উঁচিয়ে উল্লাস করতে এবং চওড়া হাসি দিতে।

সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রাজিল জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কতটা গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে, মার্সেলোর এই আবেগময় প্রতিক্রিয়া সেটাই মনে করিয়ে দেয়। সঙ্গে নেইমারের অন্তর্ভুক্তি যে গোটা ব্রাজিলকে আনন্দে ভাসিয়েছে, সেটাও জানান দেয়।

৩৪ বছর বয়সী নেইমারের জন্য এই মুহূর্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি বারবার চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন। তবু ব্রাজিলের জন্য তিনি এখনো একজন অপরিহার্য তারকা।

পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে নিয়ে প্রত্যাশা অনেক বেশি। নেইমারের উপস্থিতি দলের মনোবল বাড়াবে বলে সবাই মনে করছেন। আর সে কারণেই নেইমারকে দলে নেওয়ার ফলে এমন প্রতিক্রিয়ার দেখা মিলল।



খাতা খুলে ঘুস ভাগাভাগি

২-এর পৃষ্ঠার পর

নিচে আবেদন জমা হলে 'বি' এবং একশর নিচে হলে সেগুলোকে 'সি' ক্যাটাগরির অফিস বলা হয়।

সূত্র জানায়, মূলত পোস্টিং বাণিজ্যের জন্য সরকারি অফিসের এমন ক্যাটাগরি করা হয়। বিপুল অঙ্কের অবৈধ অর্থ উপার্জনের সুযোগ রয়েছে-এমন অফিসগুলোয় পোস্টিং পেতে হলে মোটা অঙ্কের ঘুস দিতে হয়। পাসপোর্ট অধিদপ্তরে এমন ৩৩টি অফিস 'এ' ক্যাটাগরির বা ব্যাপক ঘুসপ্রবণ হিসাবে পরিচিত। এছাড়া ২৪টি অফিস 'বি' ক্যাটাগরি এবং বাকি ১২টি 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত।

চ্যানেল :

পাসপোর্ট অফিসে ঘুসের হিসাব অনেকটা সরল অঙ্কের মতো। একেবারেই সহজ। আবেদনপ্রতি ন্যূনতম ঘুস দেড় হাজার টাকা। কোনো অফিসে দৈনিক একশ আবেদন জমা পড়লে এর ৮০ শতাংশ আসে দালাল চ্যানেলে। এতে গড়ে দৈনিক ঘুসের অঙ্ক দাঁড়ায় কমপক্ষে এক লাখ টাকা, যা সপ্তাহের ৫ কর্মদিবসে ৫ লাখ টাকা। মাসের হিসাবে ২০ লাখ টাকা। তবে এর বাইরে তথ্য সংশোধন এবং দ্রুত পাসপোর্ট পাওয়াসহ নানা খাতে ঘুস বাণিজ্যের পথ খোলা।

সূত্র জানায়, ন্যূনতম ঘুসের এ হিসাব সবচেয়ে খারাপ পোস্টিং হিসাবে পরিচিত 'সি' ক্যাটাগরির অফিসে। দৈনিক এক হাজার থেকে দেড় হাজার আবেদন জমা হয়-এমন অফিসে পোস্টিং পেলেই মূলত পাসপোর্ট ঘুসের প্রকৃত স্বাদ মেলে। কারণ, এসব অফিসে ঘুসের টাকা আসে অনেকটা জোয়ারের পানির মতো। কোনো কোনো অফিসে সপ্তাহে ঘুসের অঙ্ক দাঁড়ায় ৪০ লাখ টাকারও বেশি। প্রতিমাসে দেড় কোটি টাকা। এসব অফিসকে বলা হয় 'এ' ক্যাটাগরির অফিস।

প্রধান কার্যালয়ে টাকাভর্তি প্যাকেট :

এমন ঘুস বাণিজ্যের কথা পাসপোর্ট অধিদপ্তরে অনেকটা ওপেন সিক্রেট। এ কারণে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও খুশি রাখতে হয়। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পাসপোর্টের প্রধান কার্যালয়ে প্রতিমাসেই নির্ধারিত তারিখে পাঠানো হয় টাকাভর্তি বিশেষ প্যাকেট বা 'ঘুসের খাম'। গোপনে এসব প্যাকেট পৌঁছে দেওয়া হয় ক্ষমতাধর পরিচালক ও উপপরিচালকদের টেবিলে।

সম্প্রতি এক কর্মকর্তা প্রতিবেদকের কাছে ঘুসের টাকা ঘাটে ঘাটে কীভাবে ভাগবাঁটোয়ারা হয় তার অবিশ্বাস্য বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ের অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মিটিং বা অন্য কোনো অজুহাতে সশরীরে ঢাকার আগারগাঁওয়ে প্রধান কার্যালয়ে এসে টাকাভর্তি বিশেষ প্যাকেট পৌঁছে দেন। তবে অনেক সময় গোপনীতা রক্ষার জন্য কর্মকর্তাদের বাসায় গিয়ে প্যাকেট পৌঁছে দিতে হয়। এছাড়া ঘুসের টাকার ভাগ পান স্থানীয় কতিপয় রাজনৈতিক নেতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বহিনীর বেশকিছু অসাধু সদস্য এবং নামসর্বস্ব পত্রিকার সাংবাদিক নামধারী একশ্রেণির দালাল। যুগান্তরের কাছে ওই কর্মকর্তার এ সংক্রান্ত বক্তব্যের রেকর্ড সংরক্ষিত রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পাসপোর্ট অফিসগুলোয় অন্তত ১০টি খাতে ঘুস বাণিজ্য চলে। এর মধ্যে আবেদন জমা, তথ্য সংশোধন, পূর্বনির্ধারিত সূচি ছাড়া আবেদন জমাসহ বেশকিছু ক্ষেত্রে ঘুসের রেট বাঁধা। এর মধ্যে আবেদনপত্র জমার ক্ষেত্রে সাধারণত দেড় হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা ঘুস দিতে হয়। এছাড়া তথ্য সংশোধনে সমস্যাভেদে ঘুসের অঙ্ক নির্ধারিত হয়। সমস্যা যত বড়, ঘুসের অঙ্ক তত বেশি।

ডিজিএফআই-এর অভিযান :

পাসপোর্টের এমন বেপরোয়া ঘুস বাণিজ্যের লাগাম টানতে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) ২০১৯ সালে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালায়। এ সময় অধিদপ্তরের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে গোয়েন্দা কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তাদের স্বীকারোক্তির অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডসহ তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন বিশেষ বার্তাবাহকের মাধ্যমে সরাসরি তৎকালীন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। এতে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হিসাবে ২৫ কর্মকর্তার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

দুদকের তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ধরে তদন্তের একপর্যায়ে তালিকায় থাকা বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবে বাকিদের বিরুদ্ধে তদন্ত সেভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়নি। একপর্যায়ে তাদের কেউ কেউ প্রভাবশালীদের বিশেষ তদবিরে দুদক থেকে দায়মুক্তির সনদ পেয়ে যান। বর্তমানে তাদের অনেকেই ভোল পালটে ফের পুরোনো চেহারায় ফিরেছেন।

এর জ্বলন্ত উদাহরণ দিয়ে এক পাসপোর্ট কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, ডিজিএফআই-এর শীর্ষ ২৫ দুর্নীতিবাজের তালিকায় উপপরিচালক বিপুল কুমার গোস্বামীর নাম আছে চার নম্বরে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি ব্যাপক প্রভাবশালী ছিলেন। দীর্ঘ সময় প্রশাসন শাখায় দায়িত্ব পালন করেন। পরে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের তদবিরে দুদক থেকেও দায়মুক্তি পেতে সক্ষম হন। কিন্তু গত ১২ মে তাকে প্রাইজ পোস্টিং দিয়ে চট্টগ্রামের চাঁদগাঁওয়ে বদলি করা হয়েছে। চাঁদগাঁও অফিস পাসপোর্ট ঘুসের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত।

মুখ খুলতে রাজি নন কেউ :

পাসপোর্ট সেবায় ঘুস বাণিজ্য এবং ভয়াবহ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিষয়ে বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হলেও দায়িত্বশীল কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল নুরুল আনোয়ারের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হয়; কিন্তু তিনি তা ধরেননি। এমনকি বক্তব্য চেয়ে খুদে বার্তা পাঠানো হলেও তিনি সাড়া দেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাসপোর্টের প্রধান কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের ঘুস বাণিজ্য এবং দুর্নীতির রেওয়াজ কিছুটা হলেও কম। নরসিংদী, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী, মৌলভীবাজার, লক্ষ্মীপুর, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, যশোর, সাতক্ষীরাসহ আরও কয়েকটি অফিসে ঘুস চ্যানেল বহাল থাকলেও সেখানে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে। এছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান প্রশাসন শক্ত ব্যবস্থা নিলেও সেবার মান সেভাবে উন্নত হয়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বরং কড়াকড়ির কারণে কিছু জায়গায় ঘুসের সুযোগ কমে যাওয়ায় ভোগান্তি আরও বহুগুণ বেড়েছে। এর কারণ জানতে চাইলে তারা প্রতিবেদককে বলেন, ঘুস চ্যানেলে যত কড়াকড়ি করা হবে, সেবাপ্রার্থীদের ভোগান্তি তত বাড়বে। তাদের মতে, গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢেলে কোনো লাভ হবে না। ঘুস চ্যানেল বন্ধ করতে হলে সবার আগে পোস্টিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

ইরানকে পাঁচ দফা তালিকা দিল যুক্তরাষ্ট্র, রাজি নয় তেহরান

৩-এর পৃষ্ঠার পর

ইরানের সঙ্গে আবার যুদ্ধ শুরুর আশঙ্কা নিয়ে আলোচনা এবং তাঁর সাম্প্রতিক চীন সফর সম্পর্কে নেতানিয়াহুকে অবহিত করেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পাঁচ দফা

ইরানের সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ গতকাল জানায়, ওয়াশিংটন পাঁচ দফার একটি তালিকা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইরান কেবল একটি পারমাণবিক কেন্দ্র সচল রাখতে পারবে। তাদের উচ্চমাত্রাসমৃদ্ধ সব ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্থানান্তর করতে হবে।

ফার্স নিউজ জানায়, সর্বশেষ প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের ব্যাংকে জব্দ ইরানের সম্পদের অন্তত '২৫ শতাংশ' ছেড়ে দিতেও রাজি হয়নি। তারা যুদ্ধে ইরানের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দিতেও অস্বীকার করেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আলোচনা শুরু হলেই কেবল সব ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন।

এদিকে ইরানের আরেক সংবাদ সংস্থা মেহের নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কোনো দৃশ্যমান ছাড় না দিয়েই এমন সব সুবিধা আদায় করতে চায়, যা তারা যুদ্ধের সময় অর্জন করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের এসব দাবি আলোচনায় অচলাবস্থা তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ দফা নিয়ে ইরান তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

ইরান যা চায়

ইরান নিজের প্রস্তাবে লেবাননে ইসরায়েলি অভিযানসহ সব ফ্রন্টে যুদ্ধ বন্ধ এবং তাদের বন্দরে চলমান মার্কিন নৌ অবরোধ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। ইরানের ওপর আবার হামলা চালানো হবে না–এই মর্মে তেহরান আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর দৃঢ় প্রতিশ্রুতি চায়। বিদেশে দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা সব সম্পদ মুক্তি এবং সব ধরনের নিষেধাজ্ঞার প্রত্যাহার চায় ইরান।

ফার্স নিউজ জানিয়েছে, ইরানের সর্বশেষ প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ তেহরানের হাতে থাকবে।

বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ প্রণালি যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কার্যত বন্ধ রয়েছে। ইরান বলছে, এ প্রণালি দিয়ে কীভাবে নৌযান চলবে, তা নিয়ে তারা নতুন বিধিবিধান তৈরি করেছে। এতে টোল আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এ নিয়ে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাদের আলোচনা চলছে। এটা চূড়ান্ত হলে সবাইকে তা মেনে চলতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের এ অবস্থানের ঘোর বিরোধী।

ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র আবুলফজল শেকারচি গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নতুন করে হামলার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জানা উচিত, ইরানে আবার হামলা হলে তাঁর দেশের সম্পদ ও সামরিক বাহিনী নজিরবিহীন খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে।

যুক্তরাষ্ট্র চলতি মাসের শুরুতে পাকিস্তানের মাধ্যমে ইরানের কাছে ১৪ দফার একটি প্রস্তাব দেয়। গত সপ্তাহে ইরান এর জবাব দেয়। ইরানের জবাব নিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, তেহরানের এ প্রস্তাব তাঁর একদম পছন্দ হয়নি।

এর পর থেকে ইরানে নতুন করে হামলা শুরু করার হুমকি দিয়ে আসছেন ট্রাম্প। চুক্তির বিষয়ে ইরানের নেতৃত্ব দ্রুত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে নতুন করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। গতকাল ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'ইরানের জন্য সময় ফুরিয়ে আসছে। তাদের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। না হলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ!'

'দ্বিতীয় দফা আলোচনা শান্তি বয়ে আনতে পারে'

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ শনিবার দ্য টাইমসকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে দ্বিতীয় দফার সরাসরি আলোচনা একটি স্থায়ী শান্তিচুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। ইরান ও মার্কিন প্রশাসন থেকে শুরু করে উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সব পক্ষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে পাকিস্তান।

তেহরান সফরে থাকা পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি গতকাল ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে প্রায় ৯০ মিনিট বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসকান্দার মোমেনি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচিও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে পেজেশকিয়ান বলেন, ইরানে হামলার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ছড়ানো। তবে প্রতিবেশী দেশগুলোর সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতার কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, যা ছিল মূল্যবান ও প্রশংসনীয় একটি কাজ।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন সংশ্লিষ্ট পাকিস্তানি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যকার আলোচনা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করা নাকভির তেহরান সফরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

সরকারি পরিচালন ব্যয়ের আবর্তে আটকা উন্নয়ন

২-এর পৃষ্ঠার পর

বৃদ্ধি, অবকাঠামো খাত উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সাবেক অর্থ সচিব মাহবুব আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, রাজস্ব আয় আশানুরূপ না বাড়িয়ে যদি পরিচালন ব্যয় কিংবা অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারের ব্যয় বাড়তে থাকে, তবে দেশ ঋণের ফাঁদে পড়ার মতো ঝুঁকিতে পড়তে পারে। শুধু তাই নয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যয় সংকোচন এবং সরকারের ঋণনির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। তিনি বলেন, বড় অঙ্কের এই বাজেটের অর্থায়ন কিভাবে হবে এবং অর্থের ব্যবস্থা হলেও সেটি বাস্তবায়নের দক্ষতা সরকারের রয়েছে কিনা সেটাও জরুরি বিষয়। এসব দিক বিবেচনায় রেখে আগামী অর্থবছরের বাজেট হওয়া উচিত। ঋণ করে ঘি খাওয়ার মতো কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আসন্ন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মোট সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা বেশি। একই ভাবে চলতি অর্থবছরে পরিচালন খাতে ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও সংশোধিত বাজেটে ২৮ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ৫ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা করা হয়। চলতি বাজেটে এডিপিতে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ২ লাখ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়। অর্থাৎ সরকারি পরিচালন ব্যয় দ্রুতগতিতে বাড়লেও উন্নয়ন ব্যয় আবার প্রায় একই গতিতে কমছে। যদিও আসন্ন বাজেটে বিএনপি সরকার এডিপিতে বরাদ্দ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ যুগান্তরকে বলেন, সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা এবং রাজস্ব খাতের কাঠামোগত সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যে কোনো ধরনের অপ্রয়োজনীয় পরিচালন ব্যয় বা অপচয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধু বরাদ্দের আকার না বাড়িয়ে ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং বেসরকারি খাতের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ধরে রাখতে সরকারকে কৃচ্ছ সাধন নীতি অনুসরণ করতে হবে।

পরিচালন ব্যয়ের মূল খাতগুলো: আসন্ন বাজেটে যে ৬ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা পরিচালন ব্যয় ধরা হচ্ছে, তা মূলত ব্যয় করা হবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা পরিশোধে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের পেনশন ও গ্র্যাচুইটির টাকা এই পরিচালন ব্যয় থেকেই পরিশোধ করা হয়। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ, ভর্তুকি ও প্রণোদনা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, কৃষি (সার, বীজ) এবং রপ্তানি ও রেমিট্যান্স খাতে সরকারকে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি ও নগদ প্রণোদনা দিতে হয়। সরকারি দপ্তরগুলোর জন্য গাড়ি কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি খরচ, স্টেশনারি, অফিসের বিদ্যুৎ ও পানির বিল, আপ্যায়ন এবং প্রচার-প্রচারণা বাবদ খরচ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিশেষ করে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং দুস্থদের মাঝে ভিজিডি-ভিজিএফের চাল বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির নগদ অর্থায়ন করা হয়।

উন্নয়ন ব্যয় কী:

দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যে দীর্ঘমেয়াদি খরচ করা হয়, তাকে উন্নয়ন ব্যয় বলে। বাংলাদেশে এটি মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি নামে পরিচিত। এতে যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন করা হয়। এসব উন্নয়নের ফলে সরকারি-বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ে। বেসরকারি খাতে শিল্পায়ন হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

ইরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

৩-এর পৃষ্ঠার পর

ফারস গতকাল জানিয়েছে, তেহরানের প্রস্তাবের জবাবে ওয়াশিংটন পাঁচটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে।

জানা গেছে, এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে–ইরানকে শুধু একটি পারমাণবিক স্থাপনা চালু রাখতে হবে। এ ছাড়া তাদের কাছে থাকা উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিতে হবে।

ট্রাম্প গত শুক্রবার ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইরান যদি ২০ বছরের জন্য তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি স্থগিত রাখে, তবে তিনি তা মেনে নেবেন। পারমাণবিক ইস্যুটি দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের একটি বড় বিরোধের জায়গা। আগে যুক্তরাষ্ট্র চাইত এটি পুরোপুরি বন্ধ হোক, তবে ট্রাম্পের কথায় মনে হচ্ছে তারা সেই অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল ও মার্কিন বাহিনী ইরানের ওপর ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করে। আলোচনার সুবিধার্থে যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল, মাঝেমধ্যে গোলাগুলি হলেও তা মূলত মেনে চলা হয়েছে।

ইরান এখনো হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ফলে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ জ্বালানি তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস চলাচলের এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথটি কার্যত বন্ধ রয়েছে।

ইরান বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার প্রতিশোধ নিতেই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে। এ কারণে বিশ্বজুড়ে তেলের দাম হু হু করে বেড়ে গেছে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রও তেহরানকে তাদের শর্ত মানতে বাধ্য করার জন্য ইরানের বন্দরগুলোয় অবরোধ অব্যাহত রেখেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে পাকিস্তান। তবে এখনো উভয় পক্ষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা চাইল বাংলাদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অ্যান্ড্রু ভেপ্রেকের সঙ্গে বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সংলাপ জোরদারের কথা বলেন এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা চান। এছাড়া আইআরআই প্রেসিডেন্ট ড. ড্যানিয়েল টুইনিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে গণতান্ত্রিক উন্নয়ন, নির্বাচন, নারী ও যুব অংশগ্রহণ এবং নাগরিক সমাজ শক্তিশালী করার বিষয় তুলে ধরেন। আটলান্টিক কাউন্সিলের গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির কথা জানান। সফর শেষে উভয় পক্ষ ভবিষ্যৎ সহযোগিতা বাড়ানোর আশা প্রকাশ করে।

এই সফরকে দুই দেশই কৌশলগত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে এবং ভবিষ্যতে নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে সূত্রে।









অভিবাসন অভিযানে লক্ষাধিক শিশু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পড়েছে। এর মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শিশু জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, অভিবাসন কর্মকর্তাদের প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান বাস্তব চিত্রের তুলনায় কম হতে পারে। কারণ অনেক আটক অভিবাসীকে তাদের সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় না, অথবা অনেকেই ভয় বা অনিশ্চয়তার কারণে সেই তথ্য প্রকাশ করেন না।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় বর্তমানে প্রায় ২ লাখ ৫ হাজার শিশু এমন অবস্থার মধ্যে রয়েছে যাদের অন্তত একজন অভিভাবক আটক হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৪৫ হাজার শিশু যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী নাগরিক।

গবেষকদের মতে, এই সংখ্যা ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম মেয়াদে ২০১৮ সালের বিতর্কিত "জিরো টলারেন্স" নীতির সময়কার পারিবারিক বিচ্ছেদের ঘটনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে সময় দক্ষিণ সীমান্তে প্রায় ৫ হাজার ৫০০ শিশুকে তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে আলাদা করা হয়েছিল।

এদিকে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে, অভিভাবকদের সামনে দুটি বিকল্প রাখা হয় সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে দেশ ছাড়ার সুযোগ অথবা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা কোনো নির্ধারিত ব্যক্তির কাছে সন্তানদের রেখে যাওয়া।

তবে শিশু অধিকারকর্মী ও আইন সহায়তা সংস্থাগুলো বলছে, বাস্তবতা অনেক কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের আত্মীয়স্বজনের পরিবর্তে প্রতিবেশী, বন্ধু বা বড় ভাই-বোনের কাছে রেখে যেতে হচ্ছে। এতে শিশুদের মানসিক চাপের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি অনিশ্চয়তাও তৈরি হচ্ছে।

প্রতিবেদনে টেক্সাসের এক অভিবাসী নারী লেডি অর্ডোনেজের ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে। গত বছরের জুলাইয়ে কর্মস্থলে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এরপর থেকে তিনি তার যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া দুই বছরের ছেলে আলোনজোর কাছ থেকে আলাদা রয়েছেন।

আটক কেন্দ্র থেকে তিনি বলেন, "আমার ছেলে এখন হাঁটতে পারে, কথা বলতে পারে। আমি তার জীবনের অনেক কিছু মিস করেছি।"

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, অভিবাসন অভিযান জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনাও বাড়তে পারে। কারণ নতুন বাজেট আইনে অভিবাসন আটক সুবিধা সম্প্রসারণে অতিরিক্ত কয়েক বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে।

শিশু কল্যাণ সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর মতে, অভিবাসন নীতির প্রভাব শুধু আটক হওয়া ব্যক্তিদের ওপর নয়, বরং হাজার হাজার শিশুর ভবিষ্যৎ, মানসিক স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতার ওপরও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রায় তিন হাজার গ্রিন কার্ডধারীকে যাছাই: বাতিলের হচ্ছে ৫০ জনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রকাশিত অভ্যন্তরীণ তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত প্রায় ২,৮৯০টি গ্রিন কার্ডধারীর কেস পর্যালোচনা করা হয়েছে বা এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে অন্তত ৫০ জন গ্রিন কার্ডধারীকে দেশ থেকে বহিষ্কারের লক্ষ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, এই যাচাই প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং যেসব ব্যক্তি প্রতারণা, গুরুতর অপরাধ বা নিরাপত্তা ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত তাদের শনাক্ত করা। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে, পূর্ববর্তী আবেদন প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ত্রুটি বা তথ্য গোপনের ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এই অভিযানে।

নতুনভাবে গঠিত এই ইউনিট মূলত "লিগ্যাল পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট (খচজ) রিভিউ" কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি একটি বৃহত্তর "ট্যাকটিক্যাল অপারেশনস ডিভিশন"-এর অংশ, যেখানে ডিন্যাচারালাইজেশন এবং রিফিউজি রিভিউ ইউনিটও রয়েছে। কর্মকর্তাদের দাবি, এটি অভিবাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাপত্তা জোরদারের একটি প্রচেষ্টা।

তবে এই উদ্যোগ নিয়ে সমালোচনাও তীব্র হচ্ছে। অভিবাসন আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থায়ীভাবে অনুমোদিত গ্রিন কার্ডধারীদের পুনরায় বড় পরিসরে যাচাই করা একটি ব্যয়বহুল এবং প্রশাসনিকভাবে জটিল প্রক্রিয়া। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, সীমিত সংখ্যক কেসে সমস্যা পাওয়া গেলেও এত বড় পরিসরে পুনঃপর্যালোচনা কতটা কার্যকর।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১১ মিলিয়নেরও বেশি অভিবাসন আবেদন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (টঝঈঙ)-এর ব্যাকলগে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে হাজার হাজার গ্রিন কার্ডধারীর ফাইল খতিয়ে দেখার উদ্যোগ সংস্থাটির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে বলে কর্মকর্তারাই স্বীকার করছেন।

অভ্যন্তরীণ নথিতে আরও জানা যায়, যাচাই করা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত, যেমন যৌন নিপীড়ন, গৃহ সহিংসতা, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে অভিবাসন সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ। কিছু ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিদেরও চিহ্নিত করা হয়েছে যারা বিদেশি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার সন্দেহে নজরদারিতে ছিলেন।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের যাচাই কার্যক্রমের ফলে অনেক বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে পারেন। কারণ গ্রিন কার্ডধারীদের ক্ষেত্রে সাধারণত শুধুমাত্র গুরুতর অপরাধ বা প্রতারণার প্রমাণ থাকলেই বহিষ্কার সম্ভব। অধিকাংশ ছোটখাটো অপরাধ সাধারণত এই স্তরের শাস্তির আওতায় পড়ে না।

এই প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিবাসীদের সাধারণত ইমিগ্রেশন কোর্টে শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়। সেখানে একজন বিচারক তাদের মামলার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

আইস এর বিরুদ্ধে ১০ সহস্রাধিক রায় আদালতের !

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১ হাজার ২০০ মামলায় জয় পেয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৯০ শতাংশ মামলায় বিচারকরা প্রশাসনের অবস্থানের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। ৪২৫ এরও বেশি বিচারক একই ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ট্রাম্পের নিয়োগ করা বিচারকদের মধ্যেও অনেকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

আইনি বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে গৃহীত একটি নীতিগত পরিবর্তন। ওই নীতির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বহু অভিবাসীকেও "দেশে প্রবেশের আবেদনকারী" হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়। এর ফলে তাদের বাধ্যতামূলক আটক ব্যবস্থার আওতায় আনা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে জামিনে মুক্তির সুযোগ সীমিত হয়ে যায়।

এর আগে বিভিন্ন প্রশাসন এই আইনের ব্যাখ্যা সীমিতভাবে ব্যবহার করত এবং প্রধানত সীমান্তে আটক হওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ করা হতো। কিন্তু নতুন নীতির ফলে লাখ লাখ মানুষ বাধ্যতামূলক আটক ব্যবস্থার আওতায় চলে আসেন। এরপর থেকেই ফেডারেল আদালতগুলোতে বিপুল সংখ্যক মামলা জমা হতে শুরু করে।

আদালতের নথিতে এমন কিছু ঘটনা উঠে এসেছে যা বিচারকদের উদ্বিগ্ন করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সক্রিয় শরণার্থী মর্যাদা থাকা এক নারীকে আটক করা হয়েছিল। আরেক মাকে তার এক বছরের শিশুর কাছ থেকে আলাদা করা হয়, যিনি পরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এছাড়া মার্কিন সেনা সদস্যদের পরিবারের সদস্য, মানবপাচারের শিকার ব্যক্তি, এমনকি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাত্র পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশুকে আটক করার ঘটনাও আদালতের আলোচনায় এসেছে।

বিচারকরা শুধু আটক নীতি নয়, আইস এর কিছু কার্যক্রম নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। অভিযোগ রয়েছে, স্কুলের সামনে অভিভাবকদের আটক করা হয়েছে, আদালত প্রাঙ্গণে অভিবাসন শুনানি শেষে মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, নিয়মিত চেক-ইনের জন্য আসা ব্যক্তিদেরও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এমনকি আদালতের আদেশের পরও কিছু ক্ষেত্রে আটক ব্যক্তিদের অন্য রাজ্যে স্থানান্তর করা হয়েছে, যাতে নতুন করে মামলা করতে হয়।

নিউইয়র্কের একজন ফেডারেল বিচারক এক রায়ে লিখেছেন, "এভাবেই আমেরিকায় বিষয়গুলো পরিচালিত হওয়ার কথা নয়।" অন্য একজন বিচারক মন্তব্য করেন, "এটি সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর আঘাতের মতো।" অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসন এসব সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, আদালতের অনেক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাদের মতে, বিচারকরা ব্যক্তিগত মতামতকে আইনের ব্যাখ্যার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছেন।

প্রশাসনের দাবি, নতুন আটক নীতি অতীতের "ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ" নীতির বিকল্প হিসেবে কাজ করছে এবং সীমান্ত অতিক্রমের হার কমাতে সহায়তা করছে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, স্বেচ্ছায় দেশত্যাগের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সীমান্তে অবৈধ প্রবেশ কমে যাওয়া এই নীতির কার্যকারিতার প্রমাণ।

এদিকে বিভিন্ন ফেডারেল আপিল আদালতের রায়ে ভিন্নমত দেখা যাচ্ছে। কিছু আদালত প্রশাসনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, আবার কিছু আদালত বিপক্ষে রায় দিয়েছে। এই বিভক্ত অবস্থানের কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, শেষ পর্যন্ত বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াতে পারে।

গৃহহীন হতে পারেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি ক্ষতিগ্রস্ত ভাউচারধারীদের পাবলিক হাউজিংয়ের অপেক্ষমাণ তালিকায় আবেদন করতে বলেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে হাজার হাজার মানুষ সেই তালিকায় অপেক্ষা করছেন এবং সেখানে আবাসন পাওয়ারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

অর্থনীতির 'ফুসফুসে' হুন্ডির আঘাত

১৮-এর পৃষ্ঠার পর সংগ্রহ করে। চিরকুট যখন বিদেশে অবস্থানকারী সংশ্লিষ্ট হুন্ডি এজেন্টের কাছে পৌঁছায়, তারা তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে সমমূল্যের অর্থ পরিশোধ করে। দ্রুত ও গোপন নিশ্চয়তার কারণে চোরাকারবারিদের কাছে হুন্ডি পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

হুন্ডিচক্রের প্রবাসে অবস্থানকারীরা বাংলাদেশি শ্রমিকদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রা ও তার স্বজনদের মোবাইল ব্যাংকিংয়ের হিসাব নম্বর সংগ্রহ করে। পরে অ্যাপের মাধ্যমে চক্রের বাংলাদেশে অবস্থানকারীদের কাছে সে নম্বর পাঠানো হয়। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের এজেন্টদের মাধ্যমে দেশে প্রবাসীদের স্বজনদের হিসাবে টাকা পাঠিয়ে দেয়। বাংলাদেশ থেকে যে টাকা স্বজনদের কাছে পাঠানো হচ্ছে, সে টাকা চক্রের কাছে দেন অবৈধ টাকার মালিকরা বা হুন্ডির নেপথ্যের সুবিধাবাধী ব্যক্তি।

কড়াকড়িতেও নিয়ন্ত্রণে আসছে না : হুন্ডির মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচারের ঘটনা যেন থামছেই না। সরকারের দায়িত্বশীল সংস্থাগুলো ব্যাপক নজরদারি, নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও সতর্কতার মাধ্যমে কড়াকড়ি আরোপ করেও হুন্ডিবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছে । দীর্ঘদিন ধরে অর্থ পাচার ব্যক্তিপর্যায়ে থাকলেও কয়েক বছর ধরে এ অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠান। নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। কোনো কোনো মামলায় অপরাধের প্রমাণাদিসহ আদালতে চার্জশিট দেওয়ার পরও তাদের রোখা যাচ্ছে না।

বৈধ চ্যানেলে দিতে হয় না আয়কর: বাংলাদেশিরা বিদেশ থেকে মূলত দুটি উপায়ে বাংলাদেশে টাকা পাঠান। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে হুন্ডি। অন্যটি হচ্ছে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যম। প্রথমটি বাংলাদেশের আইনে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হুন্ডির টাকা দেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা কালো টাকায় পরিণত হয়। অথচ বৈধ চ্যানেলে টাকা আনলে সে টাকায় কোনো আয়কর দিতে হয় না। উপরন্তু ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠালে সরকার আড়াই শতাংশ বিশেষ প্রণোদনা দেয়।

১৫টি দেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ : পুলিশের প্রতিবেদনে বলা হয়, নানা কৌশলে ১৫টি দেশে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার হয়। আর এর সঙ্গে জড়িতরা নিরাপদেই রয়েছে। বিভিন্ন দেশ বিদেশি বিনিয়োগ উন্মুক্ত করে দেওয়ায় পাচারকারীরা টাকা পাচারে ওইসব দেশকে বেছে নিচ্ছে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন সংস্থাসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ রয়েছেন পাচারকারীর তালিকায়।

এ প্রসঙ্গে সিআইডির এক কর্মকর্তা দেশ রূপান্তরকে বলেন, হুন্ডির মাধ্যমে ক্যাসিনো ব্যবসার হোতাদের বিদেশে অর্থ পাচারসহ দেশের হুন্ডি ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্টদের খোঁজে গোয়েন্দারা কাজ করছেন। তারপরও তারা প্রকাশ্যেই হুন্ডি ব্যবসা চালিয়ে আসছে। এক অদৃশ্য শক্তির জোরে এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়েছে। কানাডা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দুবাই চলে যাচ্ছে টাকা। বিভিন্ন দেশ বিদেশি বিনিয়োগ উন্মুক্ত করে দেওয়ায় পাচারকারীরা ওইসব দেশকে বেছে নিচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন খাতে এসব টাকা বিনিয়োগ করছে।

ইয়াবা কারবারিরাও ব্যবহার করে হুন্ডি: আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক কর্মকর্তা জানান, প্রতি মাসে উদ্ধার হওয়া ইয়াবার পরিসংখ্যানে ভারত ও মিয়ানমারে পাচার হওয়া অর্থ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এতে দেখা গেছে, বিজিবি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, র‍্যাব ও কোস্ট গার্ডের অভিযানে প্রায়ই ইয়াবা উদ্ধার হয়। উদ্ধার এসব ইয়াবার লেনদেন হুন্ডির মাধ্যমেই হয়। প্রতিটি ইয়াবার দাম ৬০ টাকা করে ধরলে মাসে ১৫ কোটি টাকা পাচার হচ্ছে।

নিউইয়র্কে ১৫ হাজার ডলারের কমে

শেষ পৃষ্ঠার পর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কুইন্সের জ্যামাইকা এলাকার রোচেল ভিলেজ প্রকল্পে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের মূল্য প্রায় ১০,৮০০ ডলার থেকে শুরু হ"ছে। একই প্রকল্পে এক-বেডরুম ইউনিটের মূল্য ১০,৮০০ থেকে ১৪,৪০০ ডলারের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। মাসিক মেইনটেন্যান্স ফি প্রায় ৯৪১ থেকে ১,৪২৬ ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

ব্রঙ্কসের মে ফ্লাওয়ার টেরেস প্রকল্পেও স্টুডিও ইউনিট ১১,০০০ ডলারে পাওয়া যা"ছে। সেখানে কিছু এক-বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টও ১৫ হাজার ডলারের নিচে রয়েছে। এছাড়া ব্রুকলিনের গোরম্যান এপার্টমেন্ট এ স্টুডিও ইউনিটের দাম ১১,৩৫৪ থেকে ১২,৪৪৫ ডলারের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আবেদনকারীরা এনওয়াইসি হাইজিং কানেক্ট ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন যাচাইয়ের সময় পরিবারের আয়, সদস্যসংখ্যা এবং নির্ধারিত যোগ্যতা বিবেচনা করা হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নিউইয়র্কের ব্যয়বহুল আবাসন বাজারে এ ধরনের উদ্যোগ অনেক পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হতে পারে। তবে সীমিত সংখ্যক ইউনিটের কারণে আবেদনকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেশ কঠিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমিগ্রেশন আইনে ব্যাপক পরিবর্তনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর হয়েছে, দৃশ্যমান অভিযানগুলোর পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসন আইনি অভিবাসন ব্যবস্থাতেও বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে, যা পরিবারভিত্তিক, কর্মসংস্থানভিত্তিক ও মানবিক ইমিগ্রেশনের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে। সংবাদমাধ্যম সিএনএন এর প্রতিবেদন এমনটি ওঠে এসেছে।

সিএনএন জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নিয়ে চলমান কঠোর অবস্থানের মধ্যে নতুন বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, ডিপোর্টেশন সংখ্যা পুরো চিত্র তুলে ধরছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান প্রশাসনের নীতিগত পরিবর্তন কেবল অবৈধ প্রবেশ ঠেকানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং বৈধ অভিবাসনের নানা পথেও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে।

অভিবাসন বিশ্লেষকরা বলছেন, পরিবারভিত্তিক অভিবাসন, দক্ষ কর্মী ভিসা, শরণার্থী পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন ধরনের বৈধ প্রবেশ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য কাটছাঁট করা হয়েছে। তাদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে বৈধ অভিবাসন কমানোর হার সীমান্তে অবৈধ প্রবেশ কমার তুলনায়ও বেশি।

তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে মাত্র প্রায় ৬ হাজারের কিছু বেশি শরণার্থী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া বহু দেশের নাগরিকদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা যাচাই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কার্যক্রমও এখন বেশি গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার এবং প্রতারণা শনাক্ত করতেই এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে সমালোচকরা বলছেন, কঠোর যাচাইয়ের কারণে বহু বৈধ আবেদনকারী দীর্ঘ সময় ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ছেন। আবেদন প্রক্রিয়ায় বিলম্বের ফলে অনেকেই কাজের অনুমতি, ভিসা স্ট্যাটাস বা অন্যান্য সুরক্ষা সুবিধা হারানোর ঝুঁকিতে আছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আবেদন নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা এমন পরিস্থিতি তৈরি করছে যেখানে অনেক মানুষ আইনি অবস্থান বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। এর ফলে কেউ কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবেও অভিবাসন সংক্রান্ত জটিলতায় পড়তে পারেন।

সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে কিছু নির্দিষ্ট অভিবাসী গোষ্ঠীর ওপর। কিছু বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গ্রিন কার্ড অনুমোদনের হারও আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

অন্যদিকে প্রশাসনের অবস্থান হলো, পূর্ববর্তী নীতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক অনিয়ম ঘটেছে এবং নতুন নীতিগুলো মূলত যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে।

তবে বিষয়টি এখন আদালতেও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বিভিন্ন ফেডারেল আদালতে একাধিক মামলা চলছে এবং ভবিষ্যতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চিত্র নির্ধারণ করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ
- জেনারেল চেক আপ
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল, এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- হজ্ব ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেষ্ট
- TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন



Saboor Waizun Medical PC

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM



নিউইয়র্কে এনএসইউ অ্যালামনাইয়ের বৈশাখী উদযাপন



আশরাফুল হাবিব মিহির: নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন করেছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউ.এস.এ। গত ১৬ মে শনিবার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড এর ওয়ান্টাগ পার্কে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই ও তাদের পরিবারবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে পরিণত হয় এক উৎসবমুখর মিলনমেলায়। বৈশাখী শাড়িতে সজ্জিত নারীদের স্নিগ্ধ ও ছন্দময় পদচারণায় উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে রঙিন ও আনন্দময়। গ্রামীণ বাংলার লোকজ হস্তশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী উপকরণ দিয়ে সাজানো হয় পুরো উৎসবজুড়ে, যা প্রবাসে এক টুকরো বাংলার আবহ তৈরি করে।

উৎসবে আগত অংশগ্রহণকারীরা পাঞ্জাবি, শাড়ি ও বৈশাখী পোশাকে সজ্জিত হয়ে নববর্ষের আয়োজনকে আরও রঙিন ও উৎসবমুখর করে তোলেন। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, দেশীয় খাবারের আয়োজন এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম। খাবারের আয়োজনে ছিল পান্তা-ইলিশ, নানান ধরনের বাঙালি ভর্তা, পিঠা-পুলি, ফুচকা, চটপটি এবং বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন ও দেশীয় মিষ্টি, যা অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দের সৃষ্টি করে।

অধরা ও মিহিরের সাবলীল উপস্থাপনায় বৈশাখের ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাজানো এ অনুষ্ঠানে ছিল আবৃত্তি, সংগীত, লোকজ পরিবেশনা এবং নান্দনিক সাংস্কৃতিক আয়োজনের এক মনোমুগ্ধকর সমাহার। সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন নিষাদ, শাওন, পাপীমনা, সজল রায় ও তানভীর শাহীন। শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হন এবং পুরো উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে আরও প্রাণচঞ্চল ও আনন্দমুখর।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অ্যালামনাইদের "টিকাটুলি" গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা এবং সালসাবিল আশরাফের কোরিওগ্রাফিতে ফ্ল্যাশ মবের চমৎকার উপস্থাপনা।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে কর্নফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক-এর সিইও মোহাম্মদ হাসেম বলেন, এই ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের সাথে তিনি সবসময় সম্পৃক্ত থাকতে আগ্রহী এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজনকে সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এমন উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে বাঙালি পরিচয় ও সংস্কৃতির চর্চা ছড়িয়ে দিতে এসব আয়োজনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনুষ্ঠানের স্পন্সরা হলেন - কর্নফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক, টেকস্পার্কস সলিউশনস্, জেক্স এক্স স্টাফিং, প্রোটেক ওয়ার্ল্ড এবং ট্রিবিউন ট্রেনিং একাডেমি।

অনুষ্ঠানজুড়ে বৈশাখী আবহে সাজিয়ে তোলেন সৈয়দ ইর্তেজা মোঃ মঈনউদ্দিন, আনিকা তাবাসসুম খান, শাহ ফারহান রাব্বানী, ফারাহ নাজ রাশিদ আরেফিন, রেহনুমা ঝলক এবং নাবিলা তুষ্টি।

পুরো আয়োজনটি সুষ্ঠু ও নান্দনিকভাবে সমন্বয় করেন জুলহাস ইউ আহমেদ, তামজিদ আহমেদ, আফজাল চৌধুরী ইমন, নিয়ামুল আরেফিন এবং শিহাবউদ্দিন চৌধুরী। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনায় অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত সুসংগঠিত ও সফল। অনুষ্ঠানে আয়োজকরা উপস্থিত সকল অতিথি, অংশগ্রহণকারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি আগামীতে আরও বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠানের ঘোষণাও দেন তারা।

উল্লেখ্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এই সংগঠন ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অ্যালামনাইদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পেশাগত নেটওয়ার্কিংয়ের এক সুদৃঢ়, সুসংগঠিত ও অর্থবহ বন্ধন গড়ে তুলেছে।

















সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরীকে নিউইয়র্কে সংবর্ধনা







শেষ পৃষ্ঠার পর

জাতীয়তাবাদী ফোরাম, যুক্তরাষ্ট্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আজমল হোসেন কনু এবং পরিচালনা করেন সাইফুর খান হারুন। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গিয়াস আহমেদ। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঞ্জুর চৌধুরী, ফয়েজ চৌধুরী, আবু সাঈদ, জসিম ভূইয়া, জাবেদ উদ্দিন, ফারুক চৌধুরী, এবাদ চৌধুরী ও মাকসুদ চৌধুরীসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা আবুল কাহের চৌধুরী শামীম এর যুক্তরাষ্ট্র আগমনে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সিলেটের উন্নয়ন, প্রবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শকে এগিয়ে নিতে তিনি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। তারা আরও বলেন, প্রবাসী সিলেটবাসী সবসময় দেশের উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

আবুল কাহের চৌধুরী শামীম বলেন, "সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে সিলেটের উন্নয়ন, জনসেবা এবং প্রবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করাই আমার অন্যতম লক্ষ্য।" তিনি আরও বলেন, "প্রবাসীরা আমাদের গর্ব। তাঁদের ভালোবাসা, পরামর্শ ও সহযোগিতা সিলেটের অগ্রযাত্রাকে আরও এগিয়ে নিতে বড় ভূমিকা রাখবে।" অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা জানানো হয় এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য, সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।











ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের সন্তান এবং ইউ এস সিটিজেনদের ভাই ও বোনদের ফাইল প্রক্রিয়া এবং অপেক্ষার সময়ঃ

গ্রিনকার্ডধারী হিসাবে- পরিবারের নির্দিষ্ট কিছু সদস্যের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের আসার জন্য আবেদন জানানো যায়।

পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্যদের জন্য আবেদন জানাতে পারেন ঃ

- স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী),
- ২১ বছর বয়সের নিচের সন্তান,
- যেকোন বয়সের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

অগ্রাধিকার ভিত্তিক ক্যাটাগরি ফ্যামিলি ভিত্তিক ইমিগ্রেশনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক ক্যাটাগরি সমূহঃ

- প্রথম অগ্রাধিকার ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত এবং বয়স্ক সন্তান (২১ বছর বা তদূর্ধ্ব);
- দ্বিতীয় অগ্রাধিকার (২এ) ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী এবং স্ত্রী, অবিবাহিত পুত্র কন্যা (২১ বছর বয়সের নিম্নে);
- দ্বিতীয় অগ্রাধিকার (২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র কন্যা;
- তৃতীয় অগ্রাধিকার ঃ ইউএস সিটিজেনদের যেকোন বয়সের বিবাহিত পুত্র কন্যা;
- চতুর্থ অগ্রাধিকার ঃ পূর্ণ বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই এবং বোন।

পারিবারিক সদস্যদের অগ্রাধিকারই নির্ধারণ করবে তাদের ইমিগ্র্যান্ট ভিসার জন্য কত সময় অপেক্ষা করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের দ্বিতীয় ক্যাটাগরি অর্থাৎ ২১ বছর বয়সের উর্ধ্বের সন্তানাদি ভিসা প্রক্রিয়া তাদের ভাইবোনদের চেয়ে কিছুটা দ্রুততর হচ্ছে।

একজন গ্রিনকার্ডধারী কেবল অবিবাহিত সন্তানদের জন্য আবেদন জানাতে পারেন।

চতুর্থ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ভাই ও বোনেরা তাদের বিবাহিত ভাইবোনদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ভিসা বুলেটিনে দ্বৈত চার্ট ব্যবস্থা ঃ

গত কয়েক বছর ধরে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক (এফবি) এবং চাকুরী ভিত্তিক (ইবি) ক্যাটাগরিতে "কাট অফ" র তারিখের পৃথক স্টেট মোট সহ ২টি চার্ট প্রকাশ করে যাচ্ছে। একটি চার্ট ফাইনাল অ্যাকশন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে **সাধারণত, প্রথম চার্টকে চার্ট এ বলা হয়।**

এই চার্টটিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে কখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আর দ্বিতীয় চার্টটি হয় ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে সাক্ষাৎকারের জন্য চূড়ান্তভাবে কাগজপত্র ফাইল করার লক্ষ্যে **এই চার্টটিকে সাধারণত চার্ট বি বলা হয়।**

প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল তারিখ যখন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীদের ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে বা কনস্যুলারে ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য সকল কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়। সুতরাং ফাইনাল অ্যাকশন চার্টে দেওয়া অগ্রাধিকার হচ্ছে আসল তারিখ ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বা গ্রিনকার্ড অনুমোদন লাভ করা।

চার্ট বি ভিসা আবেদনের ফাইল ফাইনাল করার ইঙ্গিত দেয়। ভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আমরা সাধারণত কেবল চার্ট 'এ' অর্থাৎ ফাইনাল অ্যাকশন ডেটস ফর ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকার কেসগুলো প্রকাশ হয়ে থাকে।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে প্রতি মাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক এবং চাকুরী ভিত্তিক অগ্রাধিকারের উভয় চার্টই প্রকাশ করে থাকে। বিস্তারিত জানতে তাদের ওয়েব সাইট ভিজিট করতে পারেন।

জুন ভিসা বুলেটিন ২০২৬

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) মে ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জুন ২০২৬'র পরিবারভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ ঐ ঐ তারিখের পূর্বে।

জুন ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস

প্রথম ● (এফ-১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ

সেপ্টেম্বর ০১, ২০১৭।

দ্বিতীয় ● পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ ● (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ

জানুয়ারি ০১, ২০২৫।

বি ● (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের (২১ বছর বা উর্ধ বয়সী),

অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৭।

তৃতীয় ● (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২।

চতুর্থ ● (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন ঃ

নবেম্বর ০৮, ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সর্বশেষে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর আগে প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে আলোচনা করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ
kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

ডটবিন্দুর ভাঙা পথ
মনজু রহমান

ডটবিন্দু ভেঙে পথ ছড়িয়ে পড়ে শহরের অভিমুখে।
কোনা পথ সমান্তারাল নয়। পথের
বাঁকের কোণায় কোণায় ছোট বড় বহুতল বাড়ি–
যা ছিলো অতীত পরিত্যক্ত উঠোন

জঙ্গোলি মাঠ মোজাপুকুর জলা

পরিক্রমার উন্মোচনে আর
মানুষের ভিড়ে, পায়ে পায়ে
সেগুলো কালের গর্ভে ধূসর স্মৃতি।
এরকম বিচূর্ণ পথ আমাকেও ডাকে
দ্বিধাহীন ডাকে পথ-উপপথের নানান শাখা- প্রশাখা।
আমি কোন পথে যাবো, সব পথ বড্ড বিচিত্র
অচেনা অপরিকল্পিত আগুনের পিণ্ড।
জানি, আমার নিদৃষ্ট কোনো গন্তব্য নেই
যাযাবরের মতো
হেজাব আশ্রীত এই শহরে
চেনাপথ আমি হারিয়ে ফেলেছি অতীত গর্ভে
জানি–কোনো মানুষের তৈরি সৃষ্ট পথ মসৃণ নয়–
মানুষের মনে যে পথ আঁকা আছে তা
জটিল অপরিশুদ্ধ। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বঞ্চনার অন্ধকূপ
সবখানে হারিয় যাবার ভয়–
প্রকৃত অর্থে আমাদের কোনো পথ খোলা নেই–
যে পথে প্রাণভরে শ্বাস নেয়া যায়!

পুরাণ
নয়ন আহমেদ

একটা আস্ত দিবস চুম্বন দিলো
তার প্রেমিকা নীরবতাকে।
লজ্জা পেলো নীরবতা।
এই প্রণোদনায়, রহস্য-নিবিড় হয়ে
সান্ত্বনা-স্বরূপ পৃথিবীতে নেমে এলো রাত।

তার গুণকীর্তন করতে অক্ষম আমি।
ভাষা নয় আমার দাস।
প্রিয়তমা, তুমি শুধু অতিভুজের মতো স্বভাব-সংগত হয়ে থাকো।

এই রোবটকালে আমি তোমার অণু-পরমাণু পাঠ করি!

ক্ষুধা
সাগর আহমেদ

মানুষের উদর যেন আটলান্টিক থেকে সাহারা- এক অতল জঠরজ্বালা,
হায়, রে ক্ষুধা! এ এক আদিম নেকড়ে, যে চেনে না জননী কিংবা স্বজন।
এই ক্ষুধা মাটি গিলে খায়, মানবতা চিবোয়;
এমনকি মানচিত্রের সীমানাও তার নখরে রক্তাক্ত।
সভ্যতার অট্টালিকার নিচে জমাট বাঁধা ক্ষুধার পাহাড়-সমুদ্র,
অরণ্য, লতাপাতা- সবই তুচ্ছ এক লোকমা ভাতের কাছে।

কেউ বর্জ্যে ভাগ বসায়, কেউ হাহাকারে ডুবে থাকে; তবুও এই সর্বভুক আগুনের
কোনোদিন তৃপ্তি নেই। ক্ষুধার্ত সমাজে আজ মানবিকতা এক উন্মত্ত প্রেতাত্মা;

চারপাশে শুধু হাহাকার, আর পতাকার লাল বৃত্তে জমে থাকা রক্তাক্ত পিপাসা।
এই দাহ মৃত্যুর আগে মিটবার নয়-
হয়তো ওপারেও, কবরের ঘুটঘুটে আঁধারে কিংবা স্বর্গের দোরগোড়ায়
জেগে থাকবে এক অবিনশ্বর, আজন্ম ক্ষুধা।

প্রতীক্ষালোক
গোলাম রববানী

প্রশান্ত হও প্রিয় বাজান, হও ধৈর্যের গাছ।
আষাঢ়ে বৃষ্টি নেমেছিল, বৈশাখেই বিদ্যুৎ চমকানোর কথা।
ব্যথাতুর বুকে পড়ে বাজ অতিশয় পুড়ে আচে
পুড়ে কোথাও ক্ষত-বিক্ষত, অবশিষ্ট অশ্রু টলমল

তখন সোনালি ভোর সব কষ্ট আগলে রেখেছো মমতায়
নিয়তি অবনতি হলে শত্রুদের আহ্লাদিত দাঁত
ভেসে আসে নেটওয়ার্ক ইন্টারনেটে উপেক্ষিত হাতফোন
অনাগত শক্তি, ভক্তি নিয়ে, বাঁধনে বেঁধো নির্জনপ্রান্ত

সন্নিকটে, ভাবো অনুভবে পাশাপাশি বসে
ধরেছে মন আদর স্পর্শের আগামীর সুন্দর
বঞ্চিত ফসল চষে
সন্তোষের আবাদে ফলবে তৃপ্তির সময়।

যাপিত কষ্টে গাঁথা সম্পর্কের ভিত বুকে গেঁথে দাও
দক্ষিণ-পশ্চিম মনে প্রার্থনায় সজল চোখ,
ভেবো না মা, ঈদ আলোতে দেখবো তোমায়

অতীত-আর্ত
সুমন শামসুদ্দিন

বিশাল দরজা খুলে ঢুকে পড়ি গুপ্ত রাজপথে,
খুঁজে পাইনা কোনো নিয়ন আলোর রেখা!
কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে অতীত।
নিয়নের স্থান আজ দখল করে আছে-
বহুমাত্রিক আলোক-নির্গমনকারী ডায়োড!

কাগজের চিঠি আজ নিয়েছে বিদায়
বৈদ্যুতিক পত্রের অঞ্চল থেকে।
এখন অক্ষর চলে আলোক তরঙ্গে!
আবেগগুলো কৃত্রিমতার কালো গহ্বরে
কুহকের মতো উঁকি দিচ্ছে মাঝে মাঝে!

শ্যালো ইঞ্জিনের দৌরাত্ম্য এসে
ভেঙে দিল কোমল জলের নীরবতা!
শান্ত নদীর কলকল মুগ্ধ গানে-
এখন আর ধীরে চলে না নৌকার গলুই!
নদীর বুকে রেখাপাত করে চলে কষ্ট!

সরল সাদাকালো স্বপ্নগুলো লুকিয়ে গেছে
রঙিন সংশ্লেষিক চিত্রের ঘুলঘুলিতে।
ঘরের কোনে নেই কোনো হাসনাহেনার ঘ্রাণ!
সুগন্ধি শাদা ফুল ফোটে এখন বনের গহীনে!
স্নিগ্ধভোরে কূজন হারিয়েছে যন্ত্রের চিৎকারে!

আহা! যদি জন্মাতাম এক শতাব্দী পেছনে-
সময়টাকে বেঁধে রাখতাম ঐন্দ্রজালিক মায়ায়!

নিয়তিবিলাপ
আদ্যনাথ ঘোষ

প্রতিটি নিশ্বাসে টানিয়ে রেখেছো নিয়তির ধারাপাত!
ওপাশে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। এপাশেও ক্ষোভ জমা হয়।
এমনকি ভোর থেকে জন্ম নেয় দিনের সেতার,
দু'একটি ভোর কখনো মরে গিয়ে জীবন্ত লাশ হয়ে ওঠে।
আর জীবন্ত লাশ থেকে জন্ম নেয় নতুনের ঘোর।
আঁধারের জরায়ু ছিঁড়ে নিয়তি কি ভোরের উড়াল খোঁজে!
পরম নিমগ্নে কেই বা খুঁজে চলে তোমার নিশ্বাস!
আরে ও শোনো রে বাউল, আঁধারও নয়,
নিয়তিও নয়, উঠে কি আসেই তারা প্রেম পরিণামে!
এমনকি পাখিদের উড়াল ডানায় কখনো কি লেখা থাকে
শেষ কোনো দূরত্বের সীমা! ওরে ও চিহ্নিত চিত্র,
এপাশে উৎসব ছেড়ে কখন যে স্বপ্নের গান ভেসে আসে,
আর ওপাশেও খেলা চলে আলো আর আলেয়ার গোপন আঁতাত।

অস্থির সময়
ফজিলা ফয়েজ

জ্যোতির্ময় আকাশ চন্দ্রগ্রহণে বিষাদ নীলিমারেখা।
আজ নিতান্তই অস্থির সময়
রাত্রির ভাজে জমে উঠে অকথিত সব শব্দের ঝুলি।
আকস্মিক হাওয়ায় দোলে তোমার ভাঙ্গা প্রতিচ্ছবি।
দুঃসাহসী অন্তরের নিধি ক্রমশ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই।

কে ডাকে এই নির্জন রাতে?
কে লিখিয়া যায় অমরত্তের স্মৃতিটুকু?
নীলিমারেখা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে ক্রন্দন।

সহস্র সুচিকার দ্বারা বিদ্ধ হৃদয় সহ্য করে,
কেউ জানে না তাহার ক্ষয়।
সমুদয় শরীর অগ্নিসংযোগে জ্বলে ওঠে রক্ত মাংসের ক্লান্ত ঘর।
অন্তরস্থিত প্রত্যেক শিরায় কে যেন বসিয়া বসিয়া বক্ষ, উদর, খন্ড খন্ড করিয়া কাটিতেছে।
তবুও দহন পেরিয়ে আসে নিশার অবসান জেগে উঠে চিরন্তন ভালোবাসার ঋণ।

লাল-সবুজের উৎসবে মুখর জ্যাকসন হাইটস

শেষ পৃষ্ঠার পর নেতৃবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গৌরবের সঙ্গে তুলে ধরতে এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছড়িয়ে দিতেই এই আয়োজন।" এ সময় গোল্ডেন এজ কেয়ার হোমের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ "বাংলাদেশ ডে প্যারেডের গ্র্যান্ড মার্শাল এম আজিজ , গ্র্যান্ড মার্শাল এম এম শাহীন মেম্বার সেক্রেটারি ফাহাদ সোলায়মান সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও বক্তব্য রাখেন । তারা বলেন, ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশি কমিউনিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বেলা ১২টার দিকে জ্যাকসন হাইটসের ৬৯ স্ট্রিটে উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্যারেডের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পরে লাল-সবুজের সাজে সজ্জিত বর্ণিল শোভাযাত্রাটি জ্যাকসন হাইটসের ৬৯ স্ট্রিট থেকে প্রদক্ষিণ করে ৩৭ স্ট্রিটে গিয়ে শেষ হয়। সকাল থেকেই পুরো জ্যাকসন হাইটসজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। লাল-সবুজের পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন ও দেশীয় সাজসজ্জায় এলাকাটি যেন পরিণত হয় এক টুকরো বাংলাদেশে। ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের প্রবাসী বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন এ আয়োজনে। প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার প্রত্যয়ে আয়োজিত এ প্যারেডে অংশ নেন হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশি।



















ছবি কৃতজ্ঞতা : নেহের সিদ্দিকী

লাল-সবুজের উৎসবে মুখর জ্যাকসন হাইটস

পুরো প্যারেডজুড়ে ছিল বাংলা লোকসংস্কৃতির মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা। নাচ, গান ও বর্ণিল সাংস্কৃতিক আয়োজনে মুখর হয়ে ওঠে পুরো জ্যাকসন হাইটস। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজস্ব সাজসজ্জা ও পরিবেশনার মাধ্যমে প্যারেডে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। প্রবাসে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে মুগ্ধ হয়ে প্যারেডে অংশ নেন হাজারো প্রবাসী বাঙালি। দেশকে ভালোবাসেন বলেই এমন আয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন বলে জানান তারা। প্রবাসের মাটিতে এই বাংলাদেশ ডে প্যারেডের মধ্য দিয়ে যেন দেশের সঙ্গে এক অদৃশ্য সেতুবন্ধনের অনুভূতি খুঁজে পান তারা। দেশীয় সংস্কৃতি, গান, নাচ ও লাল-সবুজের আবহ তাদের মনে করিয়ে দেয় শেকড়ের টান আর মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা।

প্রতিবারের মতো এবারও প্যারেডের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত চলচ্চিত্র ও নাট্যাঙ্গনের তারকারা, যাদের উপস্থিতি প্রবাসীদের মাঝে বাড়তি উচ্ছ্বাস ও আনন্দের আবহ সৃষ্টি করে।আয়োজক কমিটির নেতারা জানান, টানা তৃতীয়বারের মতো সফলভাবে বাংলাদেশ ডে প্যারেড আয়োজন করতে পেরে তারা আনন্দিত। ভবিষ্যতেও প্রতিবছর আরও বড় পরিসরে এ আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।

সব মিলিয়ে, বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬ প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ছিল এক মিলনমেলা, যেখানে দেশপ্রেম, সংস্কৃতি ও বাঙালিয়ানার উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস।

























ছবি কৃতজ্ঞতা : নেহের সিদ্দিকী

অর্থনীতির 'ফুসফুসে' হুন্ডির আঘাত

সরোয়ার আলম : দীর্ঘ ৫ বছর ধরে সিঙ্গাপুর আছেন সাখাওয়াত হোসেন। তার বাবা-মা থাকেন গ্রামের বাড়ি ফেনীতে। প্রতি মাসেই তিনি দেশে পাঠাচ্ছেন অর্থ। কিন্তু সাখাওয়াত ব্যাংকিং চ্যানেলে না পাঠিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাচ্ছেন সিঙ্গাপুরে থাকা আরেক বাংলাদেশির মাধ্যমে। এতে তিনি লাখে অতিরিক্ত পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত বেশি পান, যেটা ব্যাংকিং চ্যানেলের চেয়ে প্রায় অর্ধেকের বেশি। ফলে একদিকে সরকার রেমিট্যান্স হারাচ্ছে অন্যদিকে হুন্ডি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেশ থেকে অর্থ পাচার হচ্ছে। এতে সার্বিকভাবেই দেশের ক্ষতি হচ্ছে।

সাখাওয়াতের মতোই হাজার হাজার প্রবাসী হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাঠাচ্ছেন দেশে। পাশাপাশি দেশ থেকেও অর্থ পাচার হচ্ছে। এ নিয়ে সম্প্রতি পুলিশের একটি ইউনিট গোপন প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, শহরের চেয়ে মফস্বল এলাকায় দেদার হুন্ডি কারবার হচ্ছে। ওই তালিকায় ১ হাজার ২২৩ হুন্ডি কারবারির নাম আছে। তারা দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ হুন্ডি ব্যবসায় যুক্ত।

দেশের অর্থনীতির ফুসফুস বলা হয় রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়কে। কিন্তু এ রেমিট্যান্সের একটি বড় অংশই এখন ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে চলে যাচ্ছে হুন্ডির মাধ্যমে। সংশ্লিষ্টরা দেশ রূপান্তরকে জানায়, মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের প্রবাসী বাংলাদেশিরা হুন্ডির মাধ্যমে স্বজনদের কাছে অর্থ পাঠাচ্ছেন। এমনকি প্রবাসীদের টার্গেট করে গড়ে উঠেছে এক শক্তিশালী হুন্ডিচক্র। বর্তমানে দেশজুড়ে এবং আন্তর্জাতিকভাবে একাধিক চিহ্নিত হুন্ডি কারবারি পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করছে।

পুলিশের গোপন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ব্যাংকিং চ্যানেলের চেয়ে হুন্ডিতে প্রতি ডলার বা অন্যান্য মুদ্রার বিপরীতে পাঁচ থেকে সাত টাকা পর্যন্ত বেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া ব্যাংকে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানো বা কাগজপত্রের ঝামেলা ছাড়াই প্রবাসীদের কর্মস্থল বা বাসস্থান থেকে টাকা সংগ্রহ করেন হুন্ডি এজেন্টরা। আর বাংলাদেশে প্রবাসীর পরিবারের কাছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে টাকা।

হুন্ডির ইতিহাস : মধ্যযুগে ভারতে সম্পদ লেনদেনের জন্য প্রথম এ পদ্ধতির সূচনা হয়। উপমহাদেশে হুন্ডির উদ্ভব মুঘল আমলে। রাজধানী দিল্লি থেকে প্রদেশগুলোর দূরত্ব



ছিল অনেক বেশি। তাছাড়া পথঘাটও ছিল অনেক দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। প্রদেশগুলো থেকে আদায়কৃত রাজস্ব দিল্লিতে প্রেরণের জন্য স্থানীয় মহাজনদের সাহায্য নিতেন বিভিন্ন প্রদেশের মুঘল প্রশাসকরা। স্থানীয় মহাজনদের ভারতজুড়ে নিজস্ব নেটওয়ার্ক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে অর্থ বিনিময় করতেন এক ধরনের দলিলের মাধ্যমে, যাকে তুলনা করা যায় আধুনিক ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে। এ দলিলকেই বলা হতো হুন্ডি।

দেশ-বিদেশে ১২২৩ কারবারি : আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তথ্যানুযায়ী, দেশ-বিদেশে সক্রিয় এমন এক হাজার ২২৩ জন শীর্ষ ও মাঠপর্যায়ের হুন্ডি কারবারির একটি চক্র রয়েছে। তারা মূলত তিনটি স্তরে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক সমন্বয়কারীরা দুবাই, কুয়ালালামপুর, রিয়াদ, সিঙ্গাপুর ও লন্ডনে বসে পুরো সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রবাসীদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করাই তাদের কাজ। আরেকটি গ্রুপ দেশীয় এজেন্ট ও অর্থ সরবরাহকারী হিসেবে চিহ্নিত। তারা বিদেশি মুদ্রা জমা হওয়ার পর বাংলাদেশে সমপরিমাণ টাকার সঙ্গে বাড়তি কমিশনসহ প্রবাসীদের স্বজনদের কাছে পৌঁছে দেয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালীসহ প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এদের নেটওয়ার্ক সবচেয়ে শক্তিশালী। তাছাড়া ডিজিটাল হুন্ডি বা 'এমএফএস' চক্রও তৎপর আছে। তারা নগদ টাকার চেয়ে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের এজেন্ট অ্যাকাউন্টগুলোও মাঝেমধ্যে ব্যবহার করছে।

এ প্রসঙ্গে পুলিশ সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা দেশ রূপান্তরকে বলেন, হুন্ডির চেয়ে বর্তমানে 'ডিজিটাল হুন্ডি' আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। চক্রগুলো বিদেশে বসেই অ্যাপসের মাধ্যমে বাংলাদেশে থাকা তাদের এজেন্টদের নির্দেশ দেয়। আর দেশে প্রবাসীর স্বজনের মোবাইলে মুহূর্তেই চলে যাচ্ছে টাকা। এটি দেশীয় লেনদেন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীতে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে না। বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশেই থেকে যাচ্ছে এবং তা দিয়ে চোরাচালান, অর্থ পাচার বা অবৈধ ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ আসায় সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে।

হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশেও পাচার হচ্ছে টাকা : কুরিয়ার ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের একাংশ হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারে জড়িত থাকার বিষয়টি পুলিশের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। দেশের একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী সিন্ডিকেট তৈরি করে বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করছে। তারা দেশের বিভিন্ন স্থলবন্দর, চেকপোস্ট ও সীমান্ত এলাকা ব্যবহার করছে। এমনকি বাংলাদেশে অবস্থানকারী চোরাকারবারিরা হুন্ডি কারবারিদের টাকা দিয়ে একটি নির্দিষ্ট কোড বা চিরকুট ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ
পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট
তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR
Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূর্বে মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911



Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন স্থানে ব্যবসা সম্প্রসারণ কিংবা নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

অন্যূন ১ মিলিয়ন বা তদূর্ধ্ব ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অত্যন্ত আমানতের সাথে পাচার করতে পারেন।

দেশে কোন ফৌজদারী মামলা/পরিচালনা হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৎ ঐরকম সুবিধা নিয়ে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাজাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit **2021** For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098780

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ব পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

সৌদি আরবে ঈদুল আজহা ২৭ মে, হজ ২৬ মে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সৌদি আরবের আকাশে পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। আজ রবিবার (১৭ মে) দেশটির কর্তৃপক্ষ চাঁদ দেখার এ তথ্য নিশ্চিত করে জানিয়েছে, আগামী ২৭ মে (বুধবার) দেশটিতে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। এর আগে ২৬ মে পবিত্র হজ পালিত হবে। সৌদি আরবের পাশাপাশি ওমানও একই দিনে ঈদুল আজহা উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া আগামী ২৭ মে ঈদুল আজহা উদযাপনের কথা জানায়।

সাধারণত সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ঈদ উদযাপনের পরদিন বাংলাদেশে এ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে দেশের আকাশে জিলহজের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ২৮ মে (বৃহস্পতিবার) বাংলাদেশে ঈদুল আজহা উদযাপিত হতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটির ভাড়াটিয়ারা

শেষ পৃষ্ঠার পর

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত– ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৭৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে রাখতে হবে।

তবে যেসব ভবনের মালিক আর্থিকভাবে এই নিয়ম বাস্তবায়নে সমস্যায় পড়বেন, তারা নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব হাউজিং প্রিজারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাছে সময় বৃদ্ধির আবেদন করতে পারবেন।

এছাড়া, ভাড়াটিয়ারা এই কর্মসূচিতে অংশ নিলে ভবিষ্যতে ভাড়ার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কেও আগাম নোটিশ দিতে হবে বাড়ির মালিকদের।

বিশ্লেষকরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নিউইয়র্কে গ্রীষ্মকাল আরও উষ্ণ হয়ে উঠছে। তাই এই আইন শহরের জনস্বাস্থ্য ও বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

গাড়ি বীমায় ভিন্ন ঠিকানা ব্যবহার ঠেকাতে কঠোর হচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। বিশেষ করে ব্রুকলিনের মতো এলাকায় খরচ আরও বেশি বলে রিপোর্টে উঠে এসেছে।

রাজ্য প্রশাসনের মতে, এই উচ্চ ব্যয়ের পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে সংঘবদ্ধ বীমা জালিয়াতি, সাজানো সড়ক দুর্ঘটনা এবং কম প্রিমিয়াম পেতে ভিন্ন ঠিকানা ব্যবহার। অনেক ক্ষেত্রে নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী কেউ শহরের বাইরে কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ঠিকানা ব্যবহার করে বীমা কিনে থাকেন, যাকে বীমা খাতে রেট ইভে "rate evasion" বা "এড্রেস ফ্রড" বলা হয়।

গভর্নর হোকুলের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় রয়েছে: *বীমা জালিয়াতি শনাক্তে তদন্ত ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা বাড়ানো *সাজানো দুর্ঘটনা এবং সংঘবদ্ধ প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা *ক্ষুদ্র বা অতিরঞ্জিত আঘাত সংক্রান্ত কিছু আইনি দাবি সীমিত করা *ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে বীমা নেওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি *বীমা কোম্পানির মুনাফার ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আনার উদ্যোগ *নির্দিষ্ট এলাকার জিপ কোড বা শিক্ষাগত তথ্যের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা আনার পরিকল্পনা। তবে এই প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। সমালোচকদের দাবি, আইনি ক্ষতিপূরণ সীমিত করলে প্রকৃত দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। অন্যদিকে সমর্থকদের বক্তব্য, সংঘবদ্ধ প্রতারণা কমানো গেলে দীর্ঘমেয়াদে সাধারণ নিউইয়র্কবাসীর বীমা খরচ কমতে পারে।

হান্টস পয়েন্টে চালু হবে সিটি

শেষ পৃষ্ঠার পর

পয়েন্ট এলাকায় 'দ্য পেনিনসুলা' প্রকল্পে নির্মিত হবে। প্রায় ২০ হাজার বর্গফুটের এই স্টোর আগামী বছর চালু হওয়ার কথা রয়েছে। 'দ্য পেনিনসুলা' প্রকল্পটি সাবেক স্পফোর্ড জুভেনাইল ডিটেনশন সেন্টারের জায়গায় গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে প্রায় ৭৪০টি সাশ্রয়ী আবাসন ইউনিটও নির্মাণ করা হবে।

যদিও এটি সিটির দ্বিতীয় সিটি-চালিত গ্রোসারি স্টোরের ঘোষণা, মামদানি জানিয়েছেন এটিই প্রথম চালু হবে। এর আগে ঘোষিত ইস্ট হারলেমের লা মারকেটা এলাকায় আরেকটি স্টোর পরবর্তীতে চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরোতেই একটি করে সিটি-চালিত গ্রোসারি স্টোর গড়ে তুলতে মেয়র প্রশাসন প্রায় ৭০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে।

প্রশাসন একই সঙ্গে ব্রুকলিন, কুইন্স ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে নতুন সম্ভাব্য স্থানের জন্য অনলাইন আবেদনও চালু করেছে। কর্মকর্তারা বলছেন, শহরের প্রতিটি এলাকায় সাশ্রয়ী খাদ্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যেই এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি রাসেল

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিপুল ভোটে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন লায়ন জেএফএম রাসেল। এতে সাধারণ সম্পাদক পদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন লায়ন মাসুদ রানা তপন।

ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর অন্যতম বৃহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ এই ক্লাবের সদস্যদের সমর্থনে বর্তমান সভাপতি রাসেল আবারও নেতৃত্বের দায়িত্ব পেলেন। তিনি এর আগে এক মেয়াদে সভাপতি, দুই মেয়াদে সেক্রেটারি, দুই মেয়াদে মেম্বারশিপ চেয়ারম্যান এবং দুই মেয়াদে জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অন্যদিকে, মাসুদ রানা তপন গত দুই মেয়াদে ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সদস্যদের আস্থা অর্জন করেন। তার সততা, নেতৃত্বগুণ ও ক্লাবের প্রতি আন্তরিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবার তিনি সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।

ক্লাব নেতৃবৃন্দ জানান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির অন্যতম সেরা ও সম্মানজনক ক্লাব হিসেবে পরিচিত। ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর ৫১টি ক্লাবের মধ্যে সদস্য সংখ্যার দিক থেকে এই ক্লাব দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সেবামূলক প্রজেক্টের দিক থেকে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ক্লাব। গত বছর ক্লাবটি স্থানীয় কমিউনিটি ও দেশের বাইরে মানবসেবামূলক কার্যক্রমে ২ লক্ষ ডলারেরও বেশি সেবা প্রদান করেছে।

নবনির্বাচিত সভাপতি লায়ন জেএফএম রাসেল এবং সেক্রেটারি লায়ন মাসুদ রানা তপন বলেন, আমরা সকল লায়ন্স সদস্যকে একটি পরিবারের মতো নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চাই। আমাদের মূল লক্ষ্য হবে কমিউনিটি, অসহায় মানুষ এবং দেশের বাইরের দরিদ্র মানুষের সেবায় আরও বড় পরিসরে কাজ করা। আমরা এই ক্লাবকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই এবং আগামী বছরকে আরেকটি ঐতিহাসিক বছরে পরিণত করতে চাই।

নবনির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারি একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও ঐতিহাসিক নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন, নির্বাচিত কমিটি এবং সকল সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বার্নি স্যান্ডার্সের এনডোর্সমেন্ট পেলেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

শামসুল হক ও তার নির্বাচনি দল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এবং এটিকে তাদের প্রচারণার বিশাল বিজয় হিসেবে দেখছেন।

শামসুল হক জানান, তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতেই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ হাজার বাংলাদেশি জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় সামলাতে না পেরে নিউইয়র্ক ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এই বাস্তবতায় নিউইয়র্কের জীবনযাত্রাকে সকলের সাধ্যের মধ্যে আনাই তার প্রধান লক্ষ্য।

অবসরপ্রাপ্ত এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা শামসুল হক ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন। কুইন্সের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর অন্তর্ভুক্ত উডসাইড, এলমহার্স্ট, ইস্ট এলমহার্স্ট, মাসপেথ ও জ্যাকসন হাইটস এলাকায় যেখানে বহু জাতিসত্তার কর্মজীবী মানুষের বসবাস সেখানে তিনি সব কমিউনিটির কাছে গ্রহণযোগ্য একজন প্রার্থী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোস অফ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নিউইয়র্কে ঐক্যবদ্ধ মৌলভীবাজারবাসীর মতবিনিময়





শেষ পৃষ্ঠার পর উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সৈয়দ শাহাব উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ শাখাওয়াত আলী, লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, মিসবাহ মজিদ, এম এ কাইয়ূম, মামুনুর রশীদ চৌধুরী শিপু, আব্দুল মছব্বির, দুলাল তরফদার, চৌধুরী সালেহ, লায়েকুল হাসান তরফদার, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মস্তাক এলাহী চমন, শাহান খান, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, এনায়েত হোসেন জালাল, এমডি আম্বিয়া, মো. জাবেদ উদ্দিন, এমদাদ রহমান তরফদার জুয়েল খান, শাহীন চৌধুরী, সৈয়দ মাসুম আহমেদ, সৈয়দ শহীদ আলী, রুকন আহমেদ, এমডি টুকু চৌধুরী, কাজী মাহফুজুর রহমান, সৈয়দ ফয়সল আহমেদ, সামাদ মিয়া আব্দুল মোসাব্বির, আব্দুল হাই তরফদার, মোতালিব রাজা, শাহ জাবের আহমেদ, মোহাম্মদ ফজল খান, কামরুল হোসাইন চৌধুরী, এমডি শামীম ইসলাম সহ শতাধিক মৌলভীবাজারবাসী উপস্থিত ছিলেন। সভায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বৃহত্তর মৌলভীবাজারবাসীর স্বার্থে মৌলভীবাজারবাসীর একাধিক সংগঠনকে একত্রিত করে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনী সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আগামী ৭ জুন অ্যাস্টোরিয়ার একটি রেস্টুরেন্টে আরেকটি মতবিনিময় সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।



MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

সফলতার ২৮ বছরের
banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

Semi-Basement For Rent

We are urgently seeking tenants at a new house in Woodhaven Blvd, near a mosque and public transit, including bus stops and a train station. It is a two bedroom semi basement, with a separate living and kitchen space. The floors are tiled, and there are two windows.
Queens Center Mall is nearby, via bus or car.
Please call at 718-849-3035
from 10:00 AM to 10:30 PM.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. **টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ** টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দুরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

যুক্তরাষ্ট্রে 'জালালাবাদ ল সোসাইটি'র ১১ সদস্যের এডহক কমিটি



শেষ পৃষ্ঠায় পর

বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দীর্ঘ এক দশকের স্থবিরতা কাটিয়ে সংগঠনটিকে একটি শক্তিশালী ও আইনি ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে ১১ সদস্যের একটি শক্তিশালী 'এডহক কমিটি' গঠন করা হয়।

শনিবার (৯ মে) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের ইটজি হালাল চাইনিজ রেস্তোরাঁয় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ আইনজীবী ও সংগঠনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মো. নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান উপদেষ্টা অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপস্থিত আইনজীবীরা মত দেন যে, গত ১০ বছর ধরে কোনো সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র, সাধারণ সভা কিংবা নির্বাচন ছাড়াই সংগঠনটি নামমাত্র পরিচালিত হয়ে আসছিল। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সংগঠনকে গতিশীল ও আইনজীবী-বান্ধব করতে সর্বসম্মতিক্রমে একটি এডহক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অ্যাডভোকেট মো. নাসির উদ্দিনকে আহ্বায়ক এবং অ্যাডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলামকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১১ সদস্যের এই কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– অ্যাডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ুম, অ্যাডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল, অ্যাডভোকেট সাব্বীর আহমেদ মাসার, অ্যাডভোকেট আব্দুস শহীদ আজাদ, অ্যাডভোকেট বিমান দাশ, অ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন তালুকদার, অ্যাডভোকেট আশিক আহমদ খান, অ্যাডভোকেট মো. আতিকুর রহমান শাবু এবং অ্যাডভোকেট মো. আব্দুর রাজ্জাক।

নবগঠিত এই এডহক কমিটিকে আগামী ৯০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কমিটিকে প্রধানত সংগঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, আইনিভাবে সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা এবং নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সংগঠনটির প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা তৈরির লক্ষ্যে সভায় দুটি পৃথক উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

৫ সদস্য বিশিষ্ট 'সংবিধান উপকমিটি'র আহ্বায়ক করা হয়েছে অ্যাডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলামকে। অন্যদিকে, ৩ সদস্য বিশিষ্ট 'রেজিস্ট্রেশন উপকমিটি'র আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন অ্যাডভোকেট মো. নাসির উদ্দিন। সভার শেষে উপস্থিত আইনজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ মতামতের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন। নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

CALL 917 930 1170

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি



বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন

৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers | CenterLight Health System | Anthem | Hamaspik Managed Care | MetroPlusHealth | SWH Senior Whole Health





FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের 'ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর' নির্বাচিত হওয়ায় শাহ নেওয়াজের শুভেচ্ছায় আনন্দ সন্ধ্যা

শেষ পৃষ্ঠার পর

গত ১১ মে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নর্থ আমেরিকা এক্সপার্টিজ বাংলাদেশী অ্যালায়েন্স। অনন্য এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরা।

কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়ে এই আয়োজন কেক কাটা, আড্ডা, স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় শেষ হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে লায়ন শাহ নেওয়াজকে ফুলেল শুভেচ্ছা, ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে লায়ন শাহনেওয়াজ বলেন, আপনাদের ভালোবাসায় আমরা মুগ্ধ। এই ভালোবাসা আমরা চিরদিন মনে রাখবো। আমাদের পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও কাজকে নিয়ে আপনাদের মূল্যায়ন আমাদের জন্য গর্বের। তিনি আরও বলেন, প্রবাসে প্রতিযোগিতা থাকলেও প্রতিহিংসা নয়, ঐক্যই কমিউনিটির শক্তি।

লায়ন শাহ নেওয়াজের সহধর্মিনী রানো নেওয়াজ বলেন, স্বল্প সময়ে এত মানুষের উপস্থিতি আমাদের অভিভূত করেছে। এটি প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির ভালোবাসার প্রমাণ।

এতে বক্তারা বলেন, শাহ নেওয়াজের মতো একজন মানবিক ও পরোপকারী ব্যক্তির লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনে ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর পদে নির্বাচিত হওয়া শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য গর্বের বিষয়। ভবিষ্যতে তিনি গভর্নর ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে আসবেন বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।











The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ৩৪ : সোমবার, মে ১৮, ২০২৬
জ্যৈষ্ঠ ০৪, ১৪৩৩, জিলকদ ২৯, ১৪৪৭
Vol. 30 : Issue 34 : May 18, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

নিউইয়র্কে ১৫ হাজার ডলারের কমে ফ্ল্যাট কেনার সুযোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে বাড়ির মালিক হওয়ার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। মিচেল লামা প্রোগ্রামের আওতায় ব্রঙ্কস, কুইন্স ও ব্রুকলিনের কয়েকটি আবাসন প্রকল্পে ১৫ হাজার ডলারের কম দামে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য লটারি ও ওয়েটলিস্ট আবেদন শুরু হয়েছে। মধ্য ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য এটি একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হ"ছে। ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

হান্টস পয়েন্টে চালু হবে সিটি চালিত দ্বিতীয় গ্রোসারি স্টোর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে কম খরচে স্বাস্থ্যকর খাদ্য পৌঁছে দিতে মেয়র জোহরান মামদানি ব্রঙ্কসের হান্টস পয়েন্টে এবার সিটি-পরিচালিত দ্বিতীয় গ্রোসারি স্টোর স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি ওই এলাকায় প্রায় ৭৪০ টি অফোর্ডেবল বা সাশ্রয়ী আবাসন ইউনিটও নির্মাণ করা হবে।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানী জানান, সিটি প্রশাসন পরিচালিত দ্বিতীয় গ্রোসারি স্টোরটি ব্রঙ্কসের হান্টস ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬

লাল-সবুজের উৎসবে মুখর জ্যাকসন হাইটস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ১৭ মে রোববার উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬। লাল-সবুজের সাজে সজ্জিত রাজপথে হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশির অংশগ্রহণে পুরো এলাকা পরিণত হয় এক টুকরো বাংলাদেশে। বাংলা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রবাসী কমিউনিটির ঐক্যের বার্তা নিয়ে আয়োজিত এই বর্ণিল প্যারেডে অংশ নেন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, পেশাজীবী, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের প্রবাসী বাঙালিরা।

প্যারেডের শুরুতে পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশের ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত। এরপর বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ডে প্যারেডের চেয়ারম্যান অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। তিনি কমিউনিটির ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



গাড়ি বীমায় ভিন্ন ঠিকানা ব্যবহার ঠেকাতে কঠোর হচ্ছে নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাস করেও কম প্রিমিয়ামের সুবিধা পেতে অন্য সিটি বা এলাকার ঠিকানা ব্যবহার করে গাড়ির বীমা নেওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এই ধরনের বীমা প্রতারণা বন্ধ এবং বাড়তে থাকা অটো ইন্স্যুরেন্স খরচ কমাতে নতুন আইনগত ও নীতিগত পদক্ষেপের দিকে এগোচ্ছে নিউইয়র্ক প্রশাসন। গভর্নর ক্যাথি হোকুল তার প্রস্তাবিত ২৬৮ বিলিয়ন ডলারের রাজ্য বাজেটে এ নিয়ে একাধিক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেছেন।



গত বছর নিউইয়র্কে প্রায় ৪৪ হাজার সন্দেহভাজন অটো বীমা প্রতারণার ঘটনা রিপোর্ট হয়েছে বলে রাজ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। রাজ্য প্রশাসনের দাবি, এসব প্রতারণার আর্থিক চাপ শেষ পর্যন্ত সাধারণ চালকদের প্রিমিয়ামের ওপর গিয়ে পড়ে।

নিউইয়র্কে গাড়ির বীমা ব্যয় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুলগুলোর মধ্যে রয়েছে। রাজ্যের অনেক চালক বছরে গড়ে প্রায় ৪ হাজার ডলার পর্যন্ত বীমা খরচ বহন করছেন, যা জাতীয় ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে ঐক্যবদ্ধ মৌলভীবাজারবাসীর মতবিনিময়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর মৌলভীবাজারবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ শওকত আলী। সভায় বদরুন নাহার খান মিতা পরিচালনায় ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন





নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি রাসেল পুনর্নির্বাচিত, সেক্রেটারি তপন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ২০২৬-২০২৭ লায়ন্স বর্ষের নির্বাচনে ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



বার্নি স্যান্ডার্সের এনডোর্সমেন্ট পেলেন শামসুল হক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারীতের ডিস্ট্রিক্ট ৩০ এ বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হককে আনুষ্ঠানিকভাবে এনডোর্স করেছেন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স। এই এনডোর্সমেন্টে ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক সিটির ভাড়াটিয়ারা পাবেন ফ্রি এয়ার কন্ডিশনার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গ্রীষ্মের তীব্র গরমে নিউইয়র্ক সিটির ভাড়াটিয়াদের স্বস্তি দিতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে সিটি প্রশাসন। নতুন আইনের আওতায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শয়নকক্ষের জন্য বিনামূল্যে এয়ার কন্ডিশনার পাওয়ার সুযোগ পাবেন ভাড়াটিয়ারা। এ নিয়ে বাড়িওয়ালাদের জন্যও নির্ধারণ করা হয়েছে নতুন নিয়ম। নিউইয়র্ক সিটিতে পাস হওয়া নতুন "লোকাল ল' ২৩" অনুযায়ী, ২০৩০ সালের ১ জুনের মধ্যে যেকোনো টেন্যান্ট-



অকুপাইড ভবনের মালিককে অনুরোধ করলে ভাড়াটিয়াকে একটি কুলিং সিস্টেম বা এয়ার কন্ডিশনার সরবরাহ করতে হবে।

এই আইনের লক্ষ্য হলো গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত তাপজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো, বিশেষ করে বয়স্ক ও নিম্ন আয়ের বাসিন্দাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

আইন অনুযায়ী, যেসব ভবনে বাড়ির মালিক কেন্দ্রীয়ভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন, সেখানে গ্রীষ্ম মৌসুমে– অর্থাৎ ১৫ জুন থেকে ১৫ ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরীকে নিউইয়র্কে সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক: কেন্দ্রীয় বিএনপির অন্যতম সদস্য ও সিলেট জেলা পরিষদের সম্মানিত প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীমের যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্কে এক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার, ১১ মে জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সিলেট বিভাগীয় ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রে 'জালালাবাদ ল সোসাইটি'র ১১ সদস্যের এডহক কমিটি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের আইনজীবীদের সংগঠন 'জালালাবাদ ল সোসাইটি ইউএসএ'র ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের 'ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর' নির্বাচিত হওয়ায় শাহ নেওয়াজের শুভেচ্ছায় আনন্দ সন্ধ্যা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক : লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ২০-জ২-এর ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারেরও প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমী ও চমৎকার আনন্দ সন্ধ্যা। ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com